



বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

In the name of Allah, the most compassionate, the most merciful

# মুসলিম উম্মাহ অফ নর্থ আমেরিকা (মুনা) Muslim Ummah of North America (MUNA)

নোং

২০২৩ সালের সাব-চেপ্টার সমূহের সাপ্তাহিক বৈঠকের কর্মসূচী

## সাপ্তাহিক প্রোগ্রামগুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য কতিপয় নির্দেশনা:

### □ Dawah Through Community service:

○ আমরা বিভিন্ন সমাজকল্যাণ মূলক কাজের মাধ্যমে মানুষের যেমন উপকার করতে পারি তেমনি দ্বীনের দাওয়াতও তাদের কাছে পৌঁছাতে পারি। তার কয়েকটি নমুনা নিম্নে তুলে ধরা হল:-

### ○ Group Dawah & Community service/social work:

প্রতিটি Sub-chapter এককভাবে অথবা একাধিক Sub-chapter সম্মিলিতভাবে, চেপ্টার দায়িত্বশীলদের প্রত্যক্ষ সহযোগীতায়, মাসের প্রথমে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার আলোকে অবশ্যই গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াতী কাজ করবেন এবং বিভিন্ন ভাষায় কুরআন সহ প্রয়োজনীয় দাওয়াতী সামগ্রী বিতরণ এবং সেই সাথে সামর্থের আলোকে সামাজিক কার্যক্রমের উদ্যোগ নিবেন।

- নতুন ইমিগ্র্যান্টদেরকে চাকরী ও বাসস্থানের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা।
  - অসুস্থ লোকদের দেখতে যাওয়া ও তাদের সেবা করা। কেউ মারা গেলে তার দাফন কাফনে সহযোগিতা করা এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারকে সমবেদনা জানানো।
  - Feed The Hungry প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ এবং এই কর্মসূচী বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতা করা।
  - যাদের Job নেই অথবা Job হারিয়েছে তাদেরকে Job পাওয়ার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা।
  - প্রতিবেশীদের সুখে দুঃখে তাদের খোঁজ খবর নেয়া। তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করা।
  - Prisoner Service: Prison visit, বিশেষকরে মুসলিম প্রিজনারদের মধ্যে ইসলামী বই-পুস্তক, কুরআন-হাদীস বিতরণ, ইসলামিক লেকচার, এবং জুমুয়া খুৎবার ব্যবস্থা করা। এইসব কর্মসূচী বাস্তবায়নে Prison Code এবং অন্যান্য নিয়ম মেনে চলা।
- বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ বোনেরা তাদের নিজস্ব পরিমণ্ডলে তাদের মতো করে দাওয়াতী কাজ ও সমাজ কল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ করবেন।

### □ মাসের প্রথম সপ্তাহ: গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াত / দাওয়াতী সামগ্রী বিতরণ:

➤ মুনা গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াতী কাজকে সর্বাধিক গুরুত্তরোপ করছে। মাসের প্রথম সপ্তাহে যে কোন সুবিধাজনক দিনে এক বা একাধিক দাওয়াতী গ্রুপ বের করবেন।

### ➤ গ্রুপ দাওয়াতের ব্যাপারে মুনা কর্মপদ্ধতির নির্দেশনা নিম্নরূপ:

“দাওয়াতী কাজের একটি সুন্দর পদ্ধতি হচ্ছে গ্রুপ ভিত্তিক যোগাযোগ। একাধিক ব্যক্তির সমন্বয়ে একটি গ্রুপ করতে পারেন। এ গ্রুপে একজন পরিচালক থাকবেন। গ্রুপের পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট একজন কথা বলবেন। অন্যরা মনে মনে আল্লাহকে স্মরণ (যিকর) করবেন। গ্রুপের সাথে সম্ভব হলে ইসলাম সম্পর্কিত প্রাথমিক বইপত্র ও প্রকাশনী সামগ্রী যথাসম্ভব রাখতে পারেন। স্মরণ রাখতে হবে যে, কারো সাথে বিতর্কে লিপ্ত হওয়া উচিত হবে না। উল্লেখ্য যে, উপস্থিতি বেশী হলে একাধিক গ্রুপ গঠন করতে পারেন।”

- রাস্তায় দাওয়াতী কাজে বের হওয়ার সময় অবশ্যই আপনার উর্ধতন দায়িত্বশীলকে অবহিত রাখবেন।
- গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াত চলাকালে নতুন লোকদের কাছে দাওয়াত পৌঁছানোর পাশাপাশি দাওয়াতী বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ এবং নিষ্ক্রিয় জনশক্তির সাথেও যোগাযোগ করা যায়।

**দাওয়াতী বৈঠক:** কেবলমাত্র প্রতিকূল আবহাওয়া বা অন্য কোন অনিবার্য কারণে গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াত অসম্ভব হয়ে পড়লেই দাওয়াতী বৈঠকের আয়োজন করা হবে। দাওয়াতী বৈঠকের আগে সকল জনশক্তি নিজ নিজ টার্গেটকৃত লোকজনকে বৈঠকে উপস্থিত করানোর জন্য চেষ্টা করবেন। ব্যক্তিগত ভাবে সাক্ষাৎ/টেলিফোন/রাইড প্রদানের মাধ্যমে এ প্রচেষ্টা চালানো যায়।

□ **মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ:** সহীহ কুরআন তালিম ক্লাসের জন্য একজন পরিচালক নির্দিষ্ট করবেন, যিনি তাজওয়ীদসহ শব্দার্থে কুরআন শিক্ষা পরিচালনা করবেন এবং সফলভাবে কুরআন সহীহ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে সার্টিফিকেট প্রদান করবেন।

□ মাসের তৃতীয় সপ্তাহ: সামষ্টিক পাঠের পরিচালক নির্দিষ্ট বই বা বিষয়ে পড়াশুনা করে নোট করে আসবেন, যাতে বৈঠকের শেষ দিকে নির্দিষ্ট বিষয়ে, পয়েন্ট আকারে, সংক্ষিপ্ত সময়ে পুরো বিষয়টি শ্রোতাদের নিকট তুলে ধরতে পারেন।

সামষ্টিক পাঠে সাধারণত একটি বইয়ের অংশবিশেষ পড়া হয় এবং জনশক্তির মধ্যে পুরো বইটি পড়ার প্রেরণা সৃষ্টি হয়। তাই সামষ্টিক পাঠের দিনে জনশক্তিকে সংশ্লিষ্ট বইয়ের পর্যাপ্ত সংখ্যক কপি সরবরাহ করার জন্য সাব-চেপ্টার সমূহকে চেষ্টা করতে হবে যাতে জনশক্তি পুরো বইটি ব্যক্তিগত ভাবে পড়ে নিতে পারেন।

□ মাসের চতুর্থ সপ্তাহ: (এসোসিয়েট মেম্বার বৈঠকে) ব্যক্তিগত রিপোর্ট পর্যালোচনা করা হবে। এসময়ে সমর্থক- এসোসিয়েট মেম্বার বৃদ্ধির পর্যালোচনাও করে নেয়া হবে। উপরন্তু সাব-চেপ্টারের পরবর্তী মাসের পরিকল্পনাও প্রণয়ন করা হবে।

➤ দারসুল কুরআন: দারসুল কুরআন সুন্দরভাবে উপস্থাপন করার জন্য সাব-চেপ্টার এজেন্ডার রেফারেন্সের সাথে কি পয়েন্ট ও টেইক হোম ম্যাসেজ সংযুক্ত করা হয়েছে।

➤ দারসুল হাদীস: দারসুল হাদীস সুন্দরভাবে উপস্থাপন করার জন্য সাব-চেপ্টার এজেন্ডার রেফারেন্সের সাথে কি পয়েন্ট ও টেইক হোম ম্যাসেজ এবং বাংলা অনুবাদসহ পূর্ণ হাদীস সংযুক্ত করা হয়েছে।

#### সাপ্তাহিক প্রোগ্রামগুলো ফলপ্রসূভাবে বাস্তবায়নের জন্য করণীয়:

➤ প্রতি মাসের প্রোগ্রামসমূহের উপায়-উপাদান (রেফারেন্স সমূহ) অন্তত: আগের মাসে ভাই বোনদের নিকট পৌঁছাবেন এবং সাপ্তাহিক প্রতিটি প্রোগ্রামের দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট ভাবে বন্টন করে দেবেন।

➤ ফলপ্রসূ এবং আকর্ষণীয় প্রোগ্রামের জন্য সময়ের সঠিক ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দায়িত্বশীলগণ সময়ের প্রতি যত্নবান হবেন। সাপ্তাহিক বৈঠকের এজেন্ডাসমূহ এক থেকে দেড় ঘণ্টার মধ্যে শেষ করার চেষ্টা করবেন।

মুনার মাঠ পর্যায়ে সর্বপ্রকার কর্মসূচী বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে CDC (Centers for Disease Control and Prevention) নির্দেশিত Guidelines এর আলোকে State এবং Federal নির্ধারিত স্বাস্থ্যবিধি মেনে প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করার অনুরোধ করা হচ্ছে।

মাস ও সপ্তাহ	সপ্তাহ ভিত্তিক সাব-চেপ্টার বৈঠকের কর্মসূচীর বিবরণ
জানুয়ারী ১ম সপ্তাহ	<p><b>গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াত:</b></p> <p>➤ গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াত: গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াতের জন্য এজেন্ডার ১ম পৃষ্ঠার নির্দেশনা অনুসরণ করা। দাওয়াতী গ্রুপ বের করার জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালানো। প্রতিকূল আবহাওয়া অথবা অন্য কোন অনিবার্য কারণে অসম্ভব হলে দাওয়াতী বৈঠক করা।</p> <p>➤ দাওয়াতী বৈঠক: দারসুল কুরআন: সূরা (১২) ইউসুফ: ১০৮-১১১, আল্লাহর দিকে আহ্বান। অথবা আলোচনা: ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা।</p>
জানুয়ারী ২য় সপ্তাহ	<p><b>সাধারণ প্রশিক্ষণ বৈঠক:</b></p> <p>➤ সহীহ কুরআন তালিম: তাজওয়ীদসহ শব্দার্থে কুরআন শিক্ষা: সূরা (১) আল ফাতেহা।</p> <p>➤ মাসায়েল আলোচনা: নাপাকির প্রকারভেদ (১৩ প্রকার নাপাক জিনিসের বর্ণনা): ফিকহুস সুন্নাহ (১ম খন্ড) পৃষ্ঠা: ৩৬-৪১ / জরুরী দো'আ শিক্ষা: রেফারেন্স পৃষ্ঠা থেকে পছন্দনীয় বিষয় নির্ধারণ করুন)</p>
জানুয়ারী ৩য় সপ্তাহ	<p><b>এসোসিয়েট মেম্বার প্রশিক্ষণ বৈঠক:</b></p> <p>➤ হাদীস পাঠ: উত্তম চরিত্র: আবু দাউদ: ৪৬৮২, ৪৮৯৫, ৪৮৭৩, ৪৮০০, তিরমিজী: ১৯৮৭, ২০০৪, ২০১১, ১৯৭৭, ২০২৯, ১৯৫৬, সহীহ মুসলিম (ই. ফাউন্ডেশন): ৬২৮৫, ইবনু মাজাহ: ৪১৮৮, সহীহ বুখারী: ৬০৯৪</p> <p>➤ হাদীস মুখস্থ: জীবন গড়ার চল্লিশ হাদীস, ইমাম দেলোয়ার হোসাইন হাদীস নং ২।</p> <p>➤ সামষ্টিক পাঠ: ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের পারস্পরিক সম্পর্ক, লেখক: খুররম জাহ মুরাদ, প্রথম অধ্যায়। (অথবা রেফারেন্স পৃষ্ঠা থেকে পছন্দনীয় বিষয় নির্ধারণ করুন) / বক্তৃতা অনুশীলনী।</p>

<p>জানুয়ারী ৪র্থ সপ্তাহ</p>	<p style="text-align: center;"><b>এসোসিয়েট মেম্বার বৈঠক:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত: সূরা (৫২) আত তুর: ১৭-২৮, জান্নাতের বর্ণনা ও জান্নাতীদের কথপোকথন।</li> <li>☑ ব্যক্তিগত রিপোর্ট পেশ ও পর্যালোচনা (সমর্থক ও কর্মী বৃদ্ধি পর্যালোচনাসহ)।</li> <li>☑ এয়ানাত আদায়।</li> <li>☑ পরবর্তী মাসের বৈঠকসমূহের দায়িত্ব বন্টন।</li> <li>☑ সাব-চেপ্টারের সাংগঠনিক ও বায়তুলমাল রিপোর্ট প্রণয়ন।</li> <li>☑ উর্ধতন সংগঠনের নির্দেশাবলী বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ।</li> </ul>
<p>জানুয়ারী ৫ম সপ্তাহ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ পঞ্চম সপ্তাহ যদি থাকে তাহলে একটি বই নোট ওয়ার্কশপ/ সাধারণ প্রশিক্ষণ বৈঠক/ গ্রুপ দাওয়াতী কাজ/ বক্তৃতা অনুশীলনী করবেন। বক্তৃতা অনুশীলনীর বিষয়ের জন্য কর্মপদ্ধতির পরিশিষ্ট-১ অনুসরণ করতে পারেন।</li> </ul>
<p>ফেব্রুয়ারী ১ম সপ্তাহ</p>	<p style="text-align: center;"><b>গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াত:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াত: গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াতের জন্য এজেন্ডার ১ম পৃষ্ঠার নির্দেশনা অনুসরণ করা। দাওয়াতী গ্রুপ বের করার জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালানো। প্রতিকূল আবহাওয়া অথবা অন্য কোন অনিবার্য কারণে অসম্ভব হলে দাওয়াতী বৈঠক করা।</li> <li>➤ দাওয়াতী বৈঠক: দারসুল কুরআন: সূরা (৯৬) আল আলাক: ১-৫, জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব। অথবা আলোচনা: মুনা পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য।</li> </ul>
<p>ফেব্রুয়ারী ২য় সপ্তাহ</p>	<p style="text-align: center;"><b>সাধারণ প্রশিক্ষণ বৈঠক:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ সহীহ কুরআন তালিম: তাজওয়ীদসহ শব্দার্থে কুরআন শিক্ষা: সূরা (১১৪) আন নাস।</li> <li>➤ মাসায়েল আলোচনা: যাকাত: ফিকহুস সুন্নাহ (১ম খন্ড, পরিচ্ছেদ ৩-১১) পৃষ্ঠা: ২৮৪-২৯০। / জরুরী দো'আ শিক্ষা: রেফারেন্স পৃষ্ঠা থেকে পছন্দনীয় বিষয় নির্ধারণ করুন)</li> </ul>
<p>ফেব্রুয়ারী ৩য় সপ্তাহ</p>	<p style="text-align: center;"><b>এসোসিয়েট মেম্বার প্রশিক্ষণ বৈঠক:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ দারসুল কুরআন: সূরা (২৪) আন নূর: ৫৬, যাকাত।</li> <li>➤ হাদীস মুখস্থ: জীবন গড়ার চল্লিশ হাদীস, ইমাম দেলোয়ার হোসাইন হাদীস নং ৫।</li> <li>➤ সামষ্টিক পাঠ: সাহাবী পরিচিতি: আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. (পুরুষ সাব-চেপ্টারের জন্য), ফাতিমা বিনতে রাসূলিল্লাহ (স.) (মহিলা সাব-চেপ্টারের জন্য)। (অথবা রেফারেন্স পৃষ্ঠা থেকে পছন্দনীয় বিষয় নির্ধারণ করুন) / বক্তৃতা অনুশীলনী।</li> </ul>
<p>ফেব্রুয়ারী ৪র্থ সপ্তাহ</p>	<p style="text-align: center;"><b>এসোসিয়েট মেম্বার বৈঠক:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত: সূরা (৩৮) সোয়াদ: ৫৫-৬৪, জাহান্নামের বর্ণনা ও জাহান্নামীদের কথপোকথন।</li> <li>☑ ব্যক্তিগত রিপোর্ট পেশ ও পর্যালোচনা (সমর্থক ও কর্মী বৃদ্ধি পর্যালোচনাসহ)।</li> <li>☑ এয়ানাত আদায়।</li> <li>☑ পরবর্তী মাসের বৈঠকসমূহের দায়িত্ব বন্টন।</li> <li>☑ সাব-চেপ্টারের সাংগঠনিক ও বায়তুলমাল রিপোর্ট প্রণয়ন।</li> <li>☑ উর্ধতন সংগঠনের নির্দেশাবলী বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ।</li> </ul>
<p>মার্চ ১ম সপ্তাহ</p>	<p style="text-align: center;"><b>গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াত:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াত: গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াতের জন্য এজেন্ডার ১ম পৃষ্ঠার নির্দেশনা অনুসরণ করা। দাওয়াতী গ্রুপ বের করার জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালানো। প্রতিকূল আবহাওয়া অথবা অন্য কোন অনিবার্য কারণে অসম্ভব হলে দাওয়াতী বৈঠক করা।</li> <li>➤ দাওয়াতী বৈঠক: অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত: সূরা (৩) আলি-ইমরান: ১৪-২২, দুনিয়ার জীবনের চাকচিক্য ও পরকালের পুরস্কার অথবা আলোচনা: মাহে রামাদান আল কুরআনের মাস।</li> </ul>

<p>মার্চ ২য় সপ্তাহ</p>	<p><b>সাধারণ প্রশিক্ষণ বৈঠক:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>সহীহ কুরআন তালিম:</b> তাজওয়ীদসহ শব্দার্থে কুরআন শিক্ষা: সূরা (৯৭) আল ক্বাদর।</li> <li>➤ <b>মাসায়েল আলোচনা:</b> ইতিক্রাফ: ফিকহুস সুন্নাহ ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা: ৩৮৮-৩৯৬ / <b>জরুরী দো'আ শিক্ষা:</b> (রেফারেন্স পৃষ্ঠা থেকে পছন্দনীয় বিষয় নির্ধারণ করুন)</li> </ul>
<p>মার্চ ৩য় সপ্তাহ</p>	<p><b>এসোসিয়েট মেম্বার প্রশিক্ষণ বৈঠক:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>দারসুল কুরআন:</b> সূরা (২) আল বাক্বারাহ: ১৮৩-১৮৭, রামাদ্বানের শিক্ষা।</li> <li>➤ <b>হাদীস মুখস্থ:</b> জীবন গড়ার চল্লিশ হাদীস, ইমাম দেলোয়ার হোসাইন হাদীস নং ৮।</li> <li>➤ <b>সামষ্টিক পাঠ:</b> দাওয়াতে দ্বীন ও তার কর্মপন্থা, লেখক: মওলানা আমীন আহসান এসলাহী, পৃষ্ঠা: ১৭-৪০। (অথবা রেফারেন্স পৃষ্ঠা থেকে পছন্দনীয় বিষয় নির্ধারণ করুন) / বক্তৃতা অনুশীলনী।</li> </ul>
<p>মার্চ ৪র্থ সপ্তাহ</p>	<p><b>এসোসিয়েট মেম্বার বৈঠক:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত:</b> সূরা (৬) আল আনআম: ১৫৯-১৬৫। জীবন মৃত্যু সবই একমাত্র আল্লাহর জন্য।</li> <li>☑ ব্যক্তিগত রিপোর্ট পেশ ও পর্যালোচনা (সমর্থক ও কর্মী বৃদ্ধি পর্যালোচনাসহ)।</li> <li>☑ এয়ানাত আদায়।</li> <li>☑ পরবর্তী মাসের বৈঠকসমূহের দায়িত্ব বন্টন।</li> <li>☑ সাব-চেপ্টারের সাংগঠনিক ও বায়তুলমাল রিপোর্ট প্রণয়ন।</li> <li>☑ উর্ধতন সংগঠনের নির্দেশাবলী বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ।</li> </ul>
<p>মার্চ ৫ম সপ্তাহ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ পঞ্চম সপ্তাহ যদি থাকে তাহলে একটি বই নোট ওয়ার্কশপ/ সাধারণ প্রশিক্ষণ বৈঠক/ গ্রুপ দাওয়াতী কাজ/ বক্তৃতা অনুশীলনী করবেন। বক্তৃতা অনুশীলনীর বিষয়ের জন্য কর্মপদ্ধতির পরিশিষ্ট-১ অনুসরণ করতে পারেন।</li> </ul>
<p>এপ্রিল ১ম সপ্তাহ</p>	<p><b>গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াত:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াত:</b> গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াতের জন্য এজেন্ডার ১ম পৃষ্ঠার নির্দেশনা অনুসরণ করা। দাওয়াতী গ্রুপ বের করার জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালানো। প্রতিকূল আবহাওয়া অথবা অন্য কোন অনিবার্য কারণে অসম্ভব হলে দাওয়াতী বৈঠক করা।</li> <li>➤ <b>দাওয়াতী বৈঠক:</b> অর্থসহ তেলাওয়াত: সূরা (২৯) আল আনকাবুত: ৫৬-৬৪। আল্লাহর ইবাদাত করা। অথবা আলোচনা: আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধির উপায়।</li> </ul>
<p>এপ্রিল ২য় সপ্তাহ</p>	<p><b>সাধারণ প্রশিক্ষণ বৈঠক:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>সহীহ কুরআন তালিম:</b> তাজওয়ীদসহ শব্দার্থে কুরআন শিক্ষা: সূরা (১১৩) আল ফালাক্ব।</li> <li>➤ <b>মাসায়েল আলোচনা:</b> ওয়ু: অযুর ফরয, সুন্নাত ও অযু ভঙ্গের কারণসমূহ, ফিকহুস সুন্নাহ (১ম খন্ড), পৃষ্ঠা: ৫২-৬০ / <b>জরুরী দো'আ শিক্ষা:</b> (রেফারেন্স পৃষ্ঠা থেকে পছন্দনীয় বিষয় নির্ধারণ করুন)</li> </ul>
<p>এপ্রিল ৩য় সপ্তাহ</p>	<p><b>এসোসিয়েট মেম্বার প্রশিক্ষণ বৈঠক:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>দারসুল কুরআন:</b> সূরা (২) আল বাক্বারাহ: ১৫৩-১৫৭। ইসলামে সবরের গুরুত্ব।</li> <li>➤ <b>হাদীস মুখস্থ:</b> জীবন গড়ার চল্লিশ হাদীস, ইমাম দেলোয়ার হোসাইন হাদীস নং ১০।</li> <li>➤ <b>সামষ্টিক পাঠ:</b> ইবাদাতের মর্মকথা, লেখক: শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া, পৃষ্ঠা: ১৩-৩৩। (অথবা রেফারেন্স পৃষ্ঠা থেকে পছন্দনীয় বিষয় নির্ধারণ করুন) / বক্তৃতা অনুশীলনী।</li> </ul>
<p>এপ্রিল ৪র্থ সপ্তাহ</p>	<p><b>এসোসিয়েট মেম্বার বৈঠক:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>হাদীস পাঠ:</b> নফল ইবাদত: সহীহ বুখারী: ৬৫০২, ৯৯০, ১৬৪, সুনান ইবনু মাজাহ: ১৪২৬, সহীহ মুসলিম (ইসলামিক ফাউন্ডেশন): ২৬২৭, সুনান আন-নাসায়ী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন): ২৩৬০, ২৪২২, ২৪০৬</li> <li>☑ ব্যক্তিগত রিপোর্ট পেশ ও পর্যালোচনা (সমর্থক ও কর্মী বৃদ্ধি পর্যালোচনাসহ)।</li> <li>☑ এয়ানাত আদায়। ☑ সাব-চেপ্টারের সাংগঠনিক ও বায়তুলমাল রিপোর্ট প্রণয়ন।</li> <li>☑ পরবর্তী মাসের বৈঠকসমূহের দায়িত্ব বন্টন।</li> <li>☑ উর্ধতন সংগঠনের নির্দেশাবলী বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ।</li> </ul>

<p>এপ্রিল ৫ম সপ্তাহ</p>	<p>➤ পঞ্চম সপ্তাহ যদি থাকে তাহলে একটি বই নোট ওয়ার্কশপ/ সাধারণ প্রশিক্ষণ বৈঠক/ গ্রুপ দাওয়াতী কাজ/ বক্তৃতা অনুশীলনী করবেন। বক্তৃতা অনুশীলনীর বিষয়ের জন্য কর্মপদ্ধতির পরিশিষ্ট-১ অনুসরণ করতে পারেন।</p>
<p>মে ১ম সপ্তাহ</p>	<p><b>গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াত:</b></p> <p>➤ গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াত: গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াতের জন্য এজেন্ডার ১ম পৃষ্ঠার নির্দেশনা অনুসরণ করা। দাওয়াতী গ্রুপ বের করার জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালানো। প্রতিকূল আবহাওয়া অথবা অন্য কোন অনিবার্য কারণে অসম্ভব হলে দাওয়াতী বৈঠক করা।</p> <p>➤ দাওয়াতী বৈঠক: অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত: সূরা (৭১) নূহ:১-১২। প্রতিনিয়ত আল্লাহর পথে মানুষদেরকে আহ্বান করা। অথবা আলোচনা: হালাল উপার্জনের গুরুত্ব।</p>
<p>মে ২য় সপ্তাহ</p>	<p><b>সাধারণ প্রশিক্ষণ বৈঠক:</b></p> <p>➤ সহীহ কুরআন তালিম: তাজওয়ীদসহ শব্দার্থে কুরআন শিক্ষা: সূরা (১১২) আল-ইখলাস।</p> <p>➤ মাসায়েল আলোচনা: গোসল: যেসব কারণে গোসল ওয়াজিব হয়, গোসলের আরকান ও সুন্নতসমূহ, ফিকহুস সুন্নাহ (১ম খন্ড), পৃষ্ঠা: ৬৯-৭৭ / জরুরী দো'আ শিক্ষা: রেফারেন্স পৃষ্ঠা থেকে পছন্দনীয় বিষয় নির্ধারণ করুন)</p>
<p>মে ৩য় সপ্তাহ</p>	<p><b>এসোসিয়েট মেম্বার প্রশিক্ষণ বৈঠক:</b></p> <p>➤ দারসুল হাদীস: সুনান আত তিরমিজী: ২৬১৬, যে ইবাদাত জান্নাতে নিয়ে যাবে।</p> <p>➤ হাদীস মুখস্থ: জীবন গড়ার চল্লিশ হাদীস, ইমাম দেলোয়ার হোসাইন হাদীস নং ১৩।</p> <p>➤ সামষ্টিক পাঠ: কর্ম পদ্ধতি, পৃষ্ঠা: ২১-২৬। (অথবা রেফারেন্স পৃষ্ঠা থেকে পছন্দনীয় বিষয় নির্ধারণ করুন) / বক্তৃতা অনুশীলনী।</p>
<p>মে ৪র্থ সপ্তাহ</p>	<p><b>এসোসিয়েট মেম্বার বৈঠক:</b></p> <p>➤ অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত: সূরা (২) আল বাক্বারহ: ১৯৬-২০৩, হজ্জ।</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ব্যক্তিগত রিপোর্ট পেশ ও পর্যালোচনা (সমর্থক ও কর্মী বৃদ্ধি পর্যালোচনাসহ)।</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> এয়ানাত আদায়।</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> পরবর্তী মাসের বৈঠকসমূহের দায়িত্ব বন্টন।</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> সাব-চেপ্টারের সাংগঠনিক ও বায়তুলমাল রিপোর্ট প্রণয়ন।</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> উর্ধতন সংগঠনের নির্দেশাবলী বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ।</p>
<p>মে ৫ম সপ্তাহ</p>	<p>➤ পঞ্চম সপ্তাহ যদি থাকে তাহলে একটি বই নোট ওয়ার্কশপ/ সাধারণ প্রশিক্ষণ বৈঠক/ গ্রুপ দাওয়াতী কাজ/ বক্তৃতা অনুশীলনী করবেন। বক্তৃতা অনুশীলনীর বিষয়ের জন্য কর্মপদ্ধতির পরিশিষ্ট-১ অনুসরণ করতে পারেন।</p>
<p>জুন ১ম সপ্তাহ</p>	<p><b>গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াত:</b></p> <p>➤ গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াত: গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াতের জন্য এজেন্ডার ১ম পৃষ্ঠার নির্দেশনা অনুসরণ করা। দাওয়াতী গ্রুপ বের করার জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালানো। প্রতিকূল আবহাওয়া অথবা অন্য কোন অনিবার্য কারণে অসম্ভব হলে দাওয়াতী বৈঠক করা।</p> <p>➤ দাওয়াতী বৈঠক: অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত: সূরা (৯) তাওবাহ ১৯-২৪, মসজিদের খেদমত ও আল্লাহর পথে সংগ্রাম। অথবা আলোচনা: মুসলিম হিসাবে সামাজিক কাজের গুরুত্ব ও আমাদের অবস্থান।</p>
<p>জুন ২য় সপ্তাহ</p>	<p><b>সাধারণ প্রশিক্ষণ বৈঠক:</b></p> <p>➤ সহীহ কুরআন তালিম: তাজওয়ীদসহ শব্দার্থে কুরআন শিক্ষা: সূরা (১১১) আল লাহাব।</p> <p>➤ মাসায়েল আলোচনা: জিলহজ্জ মাসের প্রথম ১০ দিনের করণীয়। / জরুরী দো'আ শিক্ষা: রেফারেন্স পৃষ্ঠা থেকে পছন্দনীয় বিষয় নির্ধারণ করুন)</p>

<p><b>জুন</b> ৩য় সপ্তাহ</p>	<p><b>এসোসিয়েট মেম্বার প্রশিক্ষণ বৈঠক:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ দারসুল কুরআন: সূরা (৭) আল আরাফ:৮০-৮৪, কাওমে লুতের অপরাধ ও তাদের পরিণতি।</li> <li>➤ হাদীস মুখস্থ: জীবন গড়ার চল্লিশ হাদীস, ইমাম দেলোয়ার হোসাইন হাদীস নং ১৯।</li> <li>➤ সামষ্টিক পাঠ: চাই সুন্দর চরিত্র। মুনা ফ্লাইয়ার। (অথবা রেফারেন্স পৃষ্ঠা থেকে পছন্দনীয় বিষয় নির্ধারণ করুন) / বক্তৃতা অনুশীলনী।</li> </ul>
<p><b>জুন</b> ৪র্থ সপ্তাহ</p>	<p><b>এসোসিয়েট মেম্বার বৈঠক:</b></p> <p>অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত: সূরা (২৫) আল ফুরকান:৭১-৭৬। রাহমানের বান্দাদের বৈশিষ্ট্য।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☑ ব্যক্তিগত রিপোর্ট পেশ ও পর্যালোচনা (সমর্থক ও কর্মী বৃদ্ধি পর্যালোচনাসহ)।</li> <li>☑ এয়ানাত আদায়।</li> <li>☑ পরবর্তী মাসের বৈঠকসমূহের দায়িত্ব বন্টন।</li> <li>☑ সাব-চেপ্টারের সাংগঠনিক ও বায়তুলমাল রিপোর্ট প্রণয়ন।</li> <li>☑ উর্ধতন সংগঠনের নির্দেশাবলী বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ।</li> </ul>
<p><b>জুন</b> ৫ম সপ্তাহ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ পঞ্চম সপ্তাহ যদি থাকে তাহলে একটি বই নোট ওয়ার্কশপ/ সাধারণ প্রশিক্ষণ বৈঠক/ গ্রুপ দাওয়াতী কাজ/ বক্তৃতা অনুশীলনী করবেন। বক্তৃতা অনুশীলনীর বিষয়ের জন্য কর্মপদ্ধতির পরিশিষ্ট-১ অনুসরণ করতে পারেন।</li> </ul>
<p><b>জুলাই</b> ১ম সপ্তাহ</p>	<p><b>গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াত:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াত: গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াতের জন্য এজেন্ডার ১ম পৃষ্ঠার নির্দেশনা অনুসরণ করা। দাওয়াতী গ্রুপ বের করার জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালানো। প্রতিকূল আবহাওয়া অথবা অন্য কোন অনিবার্য কারণে অসম্ভব হলে দাওয়াতী বৈঠক করা।</li> <li>➤ দাওয়াতী বৈঠক: অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত: সূরা (৭১) নূহ:১-১২। প্রতিনিয়ত আল্লাহর পথে মানুষদেরকে আহ্বান করা। অথবা আলোচনা: হিজরী সন, মুহাররাম ও আশুরার তাৎপর্য।</li> </ul>
<p><b>জুলাই</b> ২য় সপ্তাহ</p>	<p><b>সাধারণ প্রশিক্ষণ বৈঠক:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ সহীহ কুরআন তালিম: তাজওয়ীদসহ শব্দার্থে কুরআন শিক্ষা: সূরা (১১০) আন নাসর।</li> <li>➤ মাসায়েল আলোচনা: নামাজের আহকাম ও আরকান। / জরুরী দো'আ শিক্ষা: (রেফারেন্স পৃষ্ঠা থেকে পছন্দনীয় বিষয় নির্ধারণ করুন)</li> </ul>
<p><b>জুলাই</b> ৩য় সপ্তাহ</p>	<p><b>এসোসিয়েট মেম্বার প্রশিক্ষণ বৈঠক:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ দারসুল কুরআন: সূরা (২২) আল হাজ্জ: ৭৩-৭৮, সমাজ সেবা।</li> <li>➤ হাদীস মুখস্থ: জীবন গড়ার চল্লিশ হাদীস, ইমাম দেলোয়ার হোসাইন হাদীস নং ২২।</li> <li>➤ সামষ্টিক পাঠ: মনটাকে কাজ দিন, লেখক: অধ্যাপক গোলাম আযম। (অথবা রেফারেন্স পৃষ্ঠা থেকে পছন্দনীয় বিষয় নির্ধারণ করুন) / বক্তৃতা অনুশীলনী।</li> </ul>
<p><b>জুলাই</b> ৪র্থ সপ্তাহ</p>	<p><b>এসোসিয়েট মেম্বার বৈঠক:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ হাদীস পাঠ: জ্ঞান: সুনানে ইবনে মাজাহ:২২৪, ২৫৪, ৩৮৪৩, সুনান আত তিরমিজী:২০৯১, ১৩৭৬, ২৬৫৭, সহীহ বুখারী:৫০২৭, ৭৩১২, ৮০, আল-আদাবুল মুফরাদ:২৭৩, সহীহ মুসলিম (ইসলামিক ফাউন্ডেশন): ৬৬০৮</li> <li>☑ ব্যক্তিগত রিপোর্ট পেশ ও পর্যালোচনা (সমর্থক ও কর্মী বৃদ্ধি পর্যালোচনাসহ)।</li> <li>☑ এয়ানাত আদায়।</li> <li>☑ পরবর্তী মাসের বৈঠকসমূহের দায়িত্ব বন্টন।</li> <li>☑ সাব-চেপ্টারের সাংগঠনিক ও বায়তুলমাল রিপোর্ট প্রণয়ন।</li> <li>☑ উর্ধতন সংগঠনের নির্দেশাবলী বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ।</li> </ul>

<p><b>জুলাই</b> <b>৫ম সপ্তাহ</b></p>	<p>➤ পঞ্চম সপ্তাহ যদি থাকে তাহলে একটি বই নোট ওয়ার্কশপ/ সাধারণ প্রশিক্ষণ বৈঠক/ গ্রুপ দাওয়াতী কাজ/ বক্তৃতা অনুশীলনী করবেন। বক্তৃতা অনুশীলনীর বিষয়ের জন্য কর্মপদ্ধতির পরিশিষ্ট-১ অনুসরণ করতে পারেন।</p>
<p><b>আগাস্ট</b> <b>১ম সপ্তাহ</b></p>	<p><b>গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াত:</b></p> <p>➤ <b>গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াত:</b> গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াতের জন্য এজেন্ডার ১ম পৃষ্ঠার নির্দেশনা অনুসরণ করা। দাওয়াতী গ্রুপ বের করার জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালানো। প্রতিকূল আবহাওয়া অথবা অন্য কোন অনিবার্য কারণে অসম্ভব হলে দাওয়াতী বৈঠক করা।</p> <p>➤ <b>দাওয়াতী বৈঠক: অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত:</b> সূরা (৬) আল আনআম:২৭-৩২। পরকালে অপরাধীদের আত্ননাদ। অথবা <b>আলোচনা:</b> কাংখিত চরিত্র গঠনে ইসলাম।</p>
<p><b>আগাস্ট</b> <b>২য় সপ্তাহ</b></p>	<p><b>সাধারণ প্রশিক্ষণ বৈঠক:</b></p> <p>➤ <b>সহীহ কুরআন তালিম:</b> তাজওয়ীদসহ শব্দার্থে কুরআন শিক্ষা: সূরা (১০৯) আল কাফিরুন।</p> <p>➤ <b>মাসায়েল আলোচনা:</b> কনে নির্বাচন করা, বর নির্বাচন করা, বিয়ের প্রস্তাব ও প্রস্তাবিত পাত্র পাত্রী দেখা। ফিকহুস সুন্নাহ (২য় খন্ড) পৃষ্ঠা: ৩২-৪০/ <b>জরুরী দো'আ শিক্ষা:</b> (রেফারেন্স পৃষ্ঠা থেকে পছন্দনীয় বিষয় নির্ধারণ করুন)</p>
<p><b>আগাস্ট</b> <b>৩য় সপ্তাহ</b></p>	<p><b>এসোসিয়েট মেম্বার প্রশিক্ষণ বৈঠক:</b></p> <p>➤ <b>দারসুল হাদীস:</b> সহীহ বুখারী: ২৪৪২, ইসলামী ভ্রাতৃত্বের রূপরেখা।</p> <p>➤ <b>হাদীস মুখস্থ:</b> জীবন গড়ার চল্লিশ হাদীস, ইমাম দেলোয়ার হোসাইন হাদীস নং ২৫।</p> <p>➤ <b>সামষ্টিক পাঠ:</b> ইসলামী সংগঠনে আনুগত্য পরামর্শ ও ইহতিসাব, মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন, পৃষ্ঠা ১৬-২৭। (অথবা রেফারেন্স পৃষ্ঠা থেকে পছন্দনীয় বিষয় নির্ধারণ করুন) / বক্তৃতা অনুশীলনী।</p>
<p><b>আগাস্ট</b> <b>৪র্থ সপ্তাহ</b></p>	<p><b>এসোসিয়েট মেম্বার বৈঠক:</b></p> <p>➤ <b>অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত:</b> সূরা (৭) আল আরাফ: ১১-১৮, শয়তানের প্ররোচনা ও আক্রমণ।</p> <p>☑ ব্যক্তিগত রিপোর্ট পেশ ও পর্যালোচনা (সমর্থক ও কর্মী বৃদ্ধি পর্যালোচনাসহ)।</p> <p>☑ এয়ানাত আদায়।</p> <p>☑ পরবর্তী মাসের বৈঠকসমূহের দায়িত্ব বন্টন।</p> <p>☑ সাব-চেপ্টারের সাংগঠনিক ও বায়তুলমাল রিপোর্ট প্রণয়ন।</p> <p>☑ উর্ধতন সংগঠনের নির্দেশাবলী বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ।</p>
<p><b>আগাস্ট</b> <b>৫ম সপ্তাহ</b></p>	<p>➤ পঞ্চম সপ্তাহ যদি থাকে তাহলে একটি বই নোট ওয়ার্কশপ/ সাধারণ প্রশিক্ষণ বৈঠক/ গ্রুপ দাওয়াতী কাজ/ বক্তৃতা অনুশীলনী করবেন। বক্তৃতা অনুশীলনীর বিষয়ের জন্য কর্মপদ্ধতির পরিশিষ্ট-১ অনুসরণ করতে পারেন।</p>
<p><b>সেপ্টেম্বর</b> <b>১ম সপ্তাহ</b></p>	<p><b>গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াত:</b></p> <p>➤ <b>গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াত:</b> গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াতের জন্য এজেন্ডার ১ম পৃষ্ঠার নির্দেশনা অনুসরণ করা। দাওয়াতী গ্রুপ বের করার জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালানো। প্রতিকূল আবহাওয়া অথবা অন্য কোন অনিবার্য কারণে অসম্ভব হলে দাওয়াতী বৈঠক করা।</p> <p>➤ <b>দাওয়াতী বৈঠক: অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত:</b> সূরা (৪৭) মুহাম্মদ:১২-১৯। ঈমানদারদের জন্য কতিপয় সুসংবাদ। অথবা <b>আলোচনা:</b> আল কুরআন ও আল হাদিসের আলোকে মুনা'র কর্মসূচি।</p>
<p><b>সেপ্টেম্বর</b> <b>২য় সপ্তাহ</b></p>	<p><b>সাধারণ প্রশিক্ষণ বৈঠক:</b></p> <p>➤ <b>সহীহ কুরআন তালিম:</b> তাজওয়ীদসহ শব্দার্থে কুরআন শিক্ষা: সূরা (১০৮) আল কাওসার।</p> <p>➤ <b>মাসায়েল আলোচনা:</b> সুদ: ফিকহুস সুন্নাহ (৩য় খন্ড) পৃষ্ঠা: ১৪৭-১৫১ / <b>জরুরী দো'আ শিক্ষা:</b> (রেফারেন্স পৃষ্ঠা থেকে পছন্দনীয় বিষয় নির্ধারণ করুন)</p>

<p>সেপ্টেম্বর ৩য় সপ্তাহ</p>	<p style="text-align: center;"><b>এসোসিয়েট মেম্বার প্রশিক্ষণ বৈঠক:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ দারসুল কুরআন: সূরা (৩) আলি ইমরান: ১০১-১০৫, জামায়াতবদ্ধ জীবন।</li> <li>➤ হাদীস মুখস্থ: জীবন গড়ার চল্লিশ হাদীস, ইমাম দেলোয়ার হোসাইন হাদীস নং ৩৪।</li> <li>➤ সামষ্টিক পাঠ: সাহাবী পরিচিতি: সালমান আল ফারেসী রা. (পুরুষ সাব-চেপ্টারের জন্য), সাওদা বিনতে যামআ রা. (মহিলা সাব-চেপ্টারের জন্য)। (অথবা রেফারেন্স পৃষ্ঠা থেকে পছন্দনীয় বিষয় নির্ধারণ করুন) / বক্তৃতা অনুশীলনী।</li> </ul>
<p>সেপ্টেম্বর ৪র্থ সপ্তাহ</p>	<p style="text-align: center;"><b>এসোসিয়েট মেম্বার বৈঠক:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত: সূরা (১৬) আন নাহল: ১০৪-১১০, আল্লাহর পথ থেকে সরে যাওয়ার পরিণতি।             <ul style="list-style-type: none"> <li>☑ ব্যক্তিগত রিপোর্ট পেশ ও পর্যালোচনা (সমর্থক ও কর্মী বৃদ্ধি পর্যালোচনাসহ)।</li> <li>☑ এয়ানাত আদায়।</li> <li>☑ পরবর্তী মাসের বৈঠকসমূহের দায়িত্ব বন্টন।</li> <li>☑ সাব-চেপ্টারের সাংগঠনিক ও বায়তুলমাল রিপোর্ট প্রণয়ন।</li> <li>☑ উর্ধতন সংগঠনের নির্দেশাবলী বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ।</li> </ul> </li> </ul>
<p>সেপ্টেম্বর ৫ম সপ্তাহ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ পঞ্চম সপ্তাহ যদি থাকে তাহলে একটি বই নোট ওয়ার্কশপ/ সাধারণ প্রশিক্ষণ বৈঠক/ গ্রুপ দাওয়াতী কাজ/ বক্তৃতা অনুশীলনী করবেন। বক্তৃতা অনুশীলনীর বিষয়ের জন্য কর্মপদ্ধতির পরিশিষ্ট-১ অনুসরণ করতে পারেন।</li> </ul>
<p>অক্টোবর ১ম সপ্তাহ</p>	<p style="text-align: center;"><b>গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াত:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াত: গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াতের জন্য এজেন্ডার ১ম পৃষ্ঠার নির্দেশনা অনুসরণ করা। দাওয়াতী গ্রুপ বের করার জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালানো। প্রতিকূল আবহাওয়া অথবা অন্য কোন অনিবার্য কারণে অসম্ভব হলে দাওয়াতী বৈঠক করা।</li> <li>➤ দাওয়াতী বৈঠক: অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত: সূরা (৪২) আশ শূরা: ৩৬-৪৩। কবীরাহ গুনাহ থেকে দূরে থাকা। অথবা আলোচনা: সোশ্যাল নেটওয়ার্ক এ আমাদের অংশগ্রহণ।</li> </ul>
<p>অক্টোবর ২য় সপ্তাহ</p>	<p style="text-align: center;"><b>সাধারণ প্রশিক্ষণ বৈঠক:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ সহীহ কুরআন তালিম: তাজওয়ীদসহ শব্দার্থে কুরআন শিক্ষা: সূরা (১০৭) আল মাউন।</li> <li>➤ মাসায়েল আলোচনা: পোশাক সম্পর্কে শরিয়তের বিধান: ফিকহস সুন্নাহ (৩য় খন্ড) পৃষ্ঠা: ২৬৯-২৭২ / জরুরী দো'আ শিক্ষা: রেফারেন্স পৃষ্ঠা থেকে পছন্দনীয় বিষয় নির্ধারণ করুন)</li> </ul>
<p>অক্টোবর ৩য় সপ্তাহ</p>	<p style="text-align: center;"><b>এসোসিয়েট মেম্বার প্রশিক্ষণ বৈঠক:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ দারসুল হাদীস: সহীহ মুসলিম (ইসলামিক ফাউন্ডেশন): ৫৪৬৬, এক মুসলিমের প্রতি অপর মুসলিমের ছয়টি হক।</li> <li>➤ হাদীস মুখস্থ: জীবন গড়ার চল্লিশ হাদীস, ইমাম দেলোয়ার হোসাইন হাদীস নং ৩৬।</li> <li>➤ সামষ্টিক পাঠ: মুনা কি, কেন, কিভাবে...? মুনা ফ্লাইয়ার। (অথবা রেফারেন্স পৃষ্ঠা থেকে পছন্দনীয় বিষয় নির্ধারণ করুন) / বক্তৃতা অনুশীলনী।</li> </ul>
<p>অক্টোবর ৪র্থ সপ্তাহ</p>	<p style="text-align: center;"><b>এসোসিয়েট মেম্বার বৈঠক:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত: সূরা (২) আল বাকারহ: ২৭৫-২৭৯। সুদের পরিণতি।             <ul style="list-style-type: none"> <li>☑ ব্যক্তিগত রিপোর্ট পেশ ও পর্যালোচনা (সমর্থক ও কর্মী বৃদ্ধি পর্যালোচনাসহ)।</li> <li>☑ এয়ানাত আদায়।</li> <li>☑ পরবর্তী মাসের বৈঠকসমূহের দায়িত্ব বন্টন।</li> <li>☑ সাব-চেপ্টারের সাংগঠনিক ও বায়তুলমাল রিপোর্ট প্রণয়ন।</li> <li>☑ উর্ধতন সংগঠনের নির্দেশাবলী বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ।</li> </ul> </li> </ul>

<p><b>অক্টোবর</b> <b>৫ম সপ্তাহ</b></p>	<p>➤ পঞ্চম সপ্তাহ যদি থাকে তাহলে একটি বই নোট ওয়ার্কশপ/ সাধারণ প্রশিক্ষণ বৈঠক/ গ্রুপ দাওয়াতী কাজ/ বক্তৃতা অনুশীলনী করবেন। বক্তৃতা অনুশীলনীর বিষয়ের জন্য কর্মপদ্ধতির পরিশিষ্ট-১ অনুসরণ করতে পারেন।</p>
<p><b>নভেম্বর</b> <b>১ম সপ্তাহ</b></p>	<p><b>গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াত:</b></p> <p>➤ <b>গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াত:</b> গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াতের জন্য এজেন্ডার ১ম পৃষ্ঠার নির্দেশনা অনুসরণ করা। দাওয়াতী গ্রুপ বের করার জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালানো। প্রতিকূল আবহাওয়া অথবা অন্য কোন অনিবার্য কারণে অসম্ভব হলে দাওয়াতী বৈঠক করা।</p> <p>➤ <b>দাওয়াতী বৈঠক: অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত:</b> সূরা (৮৩) আল-মুতাফফিফিন:২২-২৮, আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের জন্য কতিপয় সুসংবাদ। <b>অথবা আলোচনা:</b> নামাজই নাজাত নামাজই জান্নাত।</p>
<p><b>নভেম্বর</b> <b>২য় সপ্তাহ</b></p>	<p><b>সাধারণ প্রশিক্ষণ বৈঠক:</b></p> <p>➤ <b>সহীহ কুরআন তালিম:</b> তাজওয়ীদসহ শব্দার্থে কুরআন শিক্ষা: সূরা (১০৬) কুরাইশ।</p> <p>➤ <b>মাসায়েল আলোচনা:</b> ভরণ পোষণ: ফিকহুস সুন্নাহ ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা: ২৯৩-২৯৪ / <b>জরুরী দো'আ শিক্ষা:</b> (রেফারেন্স পৃষ্ঠা থেকে পছন্দনীয় বিষয় নির্ধারণ করুন)</p>
<p><b>নভেম্বর</b> <b>৩য় সপ্তাহ</b></p>	<p><b>এসোসিয়েট মেম্বার প্রশিক্ষণ বৈঠক:</b></p> <p>➤ <b>দারসুল কুরআন:</b> সূরা (৫৭) আল হাদীদ:৭-১২, আল্লাহর পথে খরচ করার ফজিলত।</p> <p>➤ <b>হাদীস মুখস্থ:</b> জীবন গড়ার চল্লিশ হাদীস, ইমাম দেলোয়ার হোসাইন হাদীস নং ৩৮।</p> <p>➤ <b>সামষ্টিক পাঠ:</b> পরিপূর্ণ জীবনবিধান হিসেবে ইসলামের সহজ পরিচয়, অধ্যাপক গোলাম আযম। (অথবা রেফারেন্স পৃষ্ঠা থেকে পছন্দনীয় বিষয় নির্ধারণ করুন) / বক্তৃতা অনুশীলনী।</p>
<p><b>নভেম্বর</b> <b>৪র্থ সপ্তাহ</b></p>	<p><b>এসোসিয়েট মেম্বার বৈঠক:</b></p> <p>➤ <b>অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত:</b> সূরা (৪৯) আল হুজুরাত: ১১-১৮, আল্লাহর কয়েকটি নির্দেশ।</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ব্যক্তিগত রিপোর্ট পেশ ও পর্যালোচনা (সমর্থক ও কর্মী বৃদ্ধি পর্যালোচনাসহ)।</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> এয়ানাত আদায়।</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> পরবর্তী মাসের বৈঠকসমূহের দায়িত্ব বন্টন।</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> সাব-চেপ্টারের সাংগঠনিক ও বায়তুলমাল রিপোর্ট প্রণয়ন।</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> উর্ধতন সংগঠনের নির্দেশাবলী বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ।</p>
<p><b>নভেম্বর</b> <b>৫ম সপ্তাহ</b></p>	<p>➤ পঞ্চম সপ্তাহ যদি থাকে তাহলে একটি বই নোট ওয়ার্কশপ/ সাধারণ প্রশিক্ষণ বৈঠক/ গ্রুপ দাওয়াতী কাজ/ বক্তৃতা অনুশীলনী করবেন। বক্তৃতা অনুশীলনীর বিষয়ের জন্য কর্মপদ্ধতির পরিশিষ্ট-১ অনুসরণ করতে পারেন।</p>
<p><b>ডিসেম্বর</b> <b>১ম সপ্তাহ</b></p>	<p><b>গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াত:</b></p> <p>➤ <b>গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াত:</b> গ্রুপ ভিত্তিক দাওয়াতের জন্য এজেন্ডার ১ম পৃষ্ঠার নির্দেশনা অনুসরণ করা। দাওয়াতী গ্রুপ বের করার জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালানো। প্রতিকূল আবহাওয়া অথবা অন্য কোন অনিবার্য কারণে অসম্ভব হলে দাওয়াতী বৈঠক করা।</p> <p>➤ <b>দাওয়াতী বৈঠক: দারসুল কুরআন:</b> সূরা (৫১) আয যারিয়াত: ৫৬-৬০, মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য। <b>অথবা আলোচনা:</b> আমাদের সন্তান আমাদের দায়িত্ব।</p>
<p><b>ডিসেম্বর</b> <b>২য় সপ্তাহ</b></p>	<p><b>সাধারণ প্রশিক্ষণ বৈঠক:</b></p> <p>➤ <b>সহীহ কুরআন তালিম:</b> তাজওয়ীদসহ শব্দার্থে কুরআন শিক্ষা: সূরা (১০৫) আল ফিল।</p> <p>➤ <b>মাসায়েল আলোচনা:</b> মোজার উপর মাসেহ করা, ফিকহুস সুন্নাহ (১ম খন্ড) পৃষ্ঠা: ৬৬-৬৯ / <b>জরুরী দো'আ শিক্ষা:</b> (রেফারেন্স পৃষ্ঠা থেকে পছন্দনীয় বিষয় নির্ধারণ করুন)</p>

<p>ডিসেম্বর ৩য় সপ্তাহ</p>	<p>এসোসিয়েট মেম্বার প্রশিক্ষণ বৈঠক:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ হাদীস পাঠ: সংগঠন: সুনান আত তিরমিজী:২৮৬৩, ২১৬৫, ২১৬৭, সহীহ মুসলিম (ইসলামিক ফাউন্ডেশন):৪৩৩২, ৪৬৩৩, সুনান আবু দাউদ: ২৬০৮, ৪৭৫৮, ৫৪৭, সহীহ বুখারী:৭০৫৪</li> <li>➤ হাদীস মুখস্থ: জীবন গড়ার চল্লিশ হাদীস, ইমাম দেলোয়ার হোসাইন হাদীস নং ৪০।</li> <li>➤ সামষ্টিক পাঠ: মুনা পরিচিতি। মুনা ফ্লাইয়ার। (অথবা রেফারেন্স পৃষ্ঠা থেকে পছন্দনীয় বিষয় নির্ধারণ করুন) / বক্তৃতা অনুশীলনী।</li> </ul>
<p>ডিসেম্বর ৪র্থ সপ্তাহ</p>	<p>এসোসিয়েট মেম্বার বৈঠক:</p> <p>অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত: সূরা (৪) আন নিসা:৫৯-৬৫। আনুগত্য।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☑ ব্যক্তিগত রিপোর্ট পেশ ও পর্যালোচনা (সমর্থক ও কর্মী বৃদ্ধি পর্যালোচনাসহ)।</li> <li>☑ এয়ানাত আদায়।</li> <li>☑ পরবর্তী মাসের বৈঠকসমূহের দায়িত্ব বন্টন।</li> <li>☑ সাব-চেপ্টারের সাংগঠনিক ও বায়তুলমাল রিপোর্ট প্রণয়ন।</li> <li>☑ উর্ধতন সংগঠনের নির্দেশাবলী বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ। (“মুনা: সাব-চেপ্টার ভিত্তিক এজেন্ডা ২০২৪” নির্দেশিকা পাঠসহ)।</li> </ul>
<p>ডিসেম্বর ৫ম সপ্তাহ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ পঞ্চম সপ্তাহ যদি থাকে তাহলে একটি বই নোট ওয়ার্কশপ/ সাধারণ প্রশিক্ষণ বৈঠক/ গ্রুপ দাওয়াতী কাজ/ বক্তৃতা অনুশীলনী করবেন। বক্তৃতা অনুশীলনীর বিষয়ের জন্য কর্মপদ্ধতির পরিশিষ্ট-১ অনুসরণ করতে পারেন।</li> </ul>

## সাপ্তাহিক এজেন্ডা সমাপ্ত

**রেফারেন্স: ২০২৩ সালের সাব-চেপ্টার সমূহের সাপ্তাহিক বৈঠক**

**দারসুল কুরআন রেফারেন্স: ২০২৩**

**১. জানুয়ারী ১ম সপ্তাহ:** সূরা (১২) ইউসুফ:১০৮-১১১, আল্লাহর দিকে আহ্বান। **দারস রেফারেন্স:** সূরা (২) আল বাকারাহ:২০৮-২০৯, সূরা (৯) আত তাওবাহ:১১১, সূরা (৩) আলি ইমরান:১০২-১০৩, সূরা (৬) আল আনআম:১১,৭৯, সূরা (৩৯) আয যুমার:১১-১৪, সূরা (২০) ত্বা-হা:১২৭-১২৮। **কি পয়েন্ট:** ➤ দাওয়াহ। ➤ নবীদের মিশন। ➤ আল্লাহর সাহায্য। ➤ কুরআন চূড়ান্ত ধর্মগ্রন্থ।

**টেইক হোম ম্যাসেজ:** ➤ দাওয়াহ প্রদান করা আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) সহ সকল নবীর মৌলিক মিশন এবং সুনাত। ➤ নবীগণকে আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তায়ালা সঠিক জ্ঞান দিয়ে পরিচালিত করেছিলেন কিন্তু সকল নবীকে মানুষ থেকে মনোনীত করা হয়েছিল, ফেরেশতাদের থেকে নয়। ➤ আল্লাহ অতীতের সেই জাতিগুলোকে ধ্বংস করেছেন যারা দাওয়াহ গ্রহণ করত না, তাদের নবী ও অনুসারীদের অপমানিত করেছিল কিন্তু সৎ লোক ও তাদের নবীদের বিজয় প্রদান করেছিল। ➤ কুরআনে, আল্লাহ বিদ্রোহী জাতির অতীত কাহিনীগুলিকে বোঝার জন্য এবং ধার্মিক লোকদের পথ দেখানোর জন্য প্রদান করেছেন।

**২. ফেব্রুয়ারী ১ম সপ্তাহ:** সূরা (৯৬) আল আলাক: ১-৫, জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব। **দারস রেফারেন্স:** সহীহ বুখারী (তাওহীদ পাবলিকেশন): ৬৯৮২, ৩, সূরা (৬২) আল জুমআ: ২, সূরা (৭) আল আরাফ: ১৫৮, সূরা (২৩) আল-মুমিনুন: ১২-১৪, সূরা (২) বাক্বারাহ: ৩০, সূরা (৪৭) মুহাম্মদ: ২৪, সূরা (৬) আল আনাআম: ৩৮, সূরা (১৭) আল ইসরা/বনী ইসরাইল: ৮৮। **কি পয়েন্ট:**

➤ পড়ুন। ➤ মানুষের সৃষ্টি। ➤ আল্লাহ আকরাম। ➤ কলম। ➤ মানবতা। **টেইক হোম ম্যাসেজ:** ➤ কুরআনের প্রথম পাঁচটি আয়াত আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তায়ালা কাছ থেকে 'পঠন' দিয়ে শুরু হয়েছিল যা ছিল জ্ঞানের বার্তা এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নবুওয়াতের সূচনা। আমাদের পড়ার সাথে নিজেকে যুক্ত করা উচিত। ➤ আমাদের নিজেদেরকে মনে করিয়ে দিতে হবে যে আল্লাহ মানুষকে একটি তুচ্ছ জমাট থেকে সৃষ্টি করেছেন কিন্তু আল্লাহর উদারতার কারণে সমস্ত সৃষ্টির উপর জ্ঞান প্রদান করে তাকে সম্মানিত করেছেন। ➤ আমাদের সর্বদা আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তায়ালা প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত কারণ আল্লাহ হলেন 'আকরাম-সবচেয়ে উদার'। ➤ আল্লাহ তায়ালা কলমের সাহায্যে মানুষকে লেখার শিল্প শিখিয়েছেন যা মানবজাতির জন্য ব্যাপকভাবে জ্ঞানের প্রচার, অগ্রগতি, প্রসার ও সংরক্ষণের মাধ্যম হয়ে উঠেছে।

**৩. ফেব্রুয়ারী ৩য় সপ্তাহ:** সূরা (২৪) আন নূর: ৫৬, যাকাত। **দারস রেফারেন্স:** সূরা (৯) আত তাওবাহ:৬০, সূরা (২৪) নূর:৫৬, সূরা (৪১) ফুসসিলাত:৬-৭, সূরা (২)বাক্বারাহ:২৭৬, সূরা (৩০)রুম: ৩৯, সূরা (৩) আল ইমরান:১৮০, সূরা (৬) আল আনআম:১৪১

"بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ."

“ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি ১. আল্লাহ ছাড়া ইলাহ নেই এবং নিশ্চয় মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল-এ কথার সাক্ষ্য দান। ২. সালাত কয়েম করা। ৩. যাকাত দেওয়া। ৪. হাজ্জ (হজ্জ) করা এবং ৫. রামাদান এর সিয়াম পালন করা।” [সহীহ বুখারী:৮]

**কি পয়েন্ট:** ➤ নামাজ ➤ যাকাত ➤ রাসূল সা. ➤ আল্লাহর রহমত **টেইক হোম ম্যাসেজ:** ➤ আল্লাহ আদেশ করেন বাধ্যতামূলক নামাজ কয়েম করার, যার অর্থ কোন অংশীদার বা সহযোগী ছাড়াই একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা। ➤ ফরয যাকাত প্রদান করা, যা দরিদ্র ও দুর্বল লোকদের প্রতি সদয় আচরণ এবং নিজের সম্পদকে পবিত্র করা। ➤ এগুলো করার মাধ্যমে আল্লাহর রসূলের আনুগত্য করা, অর্থাৎ তিনি যা আদেশ করেন তাই করা এবং তিনি যা নিষেধ করেন তা পরিহার করা। ➤ নিঃসন্দেহে আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তায়ালা তাদের প্রতি রহম করবেন যে কেউ এগুলি করবে। ➤ যাকাত আটটি নির্ধারিত কারণের যেকোনো একটিতে ব্যয় করা উচিত: দরিদ্র, অভাবী, যাকাত আদায়কারী, প্রত্যাবর্তনকারী, বন্দীদের মুক্ত করা, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি, জিহাদ এবং আটকা পড়া মুসাফির।

- ৪. মার্চ ৩য় সপ্তাহ:** সূরা (২) আল বাক্বারাহ: ১৮৩-১৮৭, রামাদ্বানের শিক্ষা। **দারস রেফারেন্স:** সূরা (৮) আল আনফাল:২৯, সূরা (৭৩) আল মুজ্জামিল:৪, সূরা (৩৮) সাদ:২৯, সূরা (৪৭) মুহাম্মদ:২৪, সূরা (৩৯) আয যুমার:৫৩, সহীহ বুখারী:২০৮৩, সুনান আত তিরমিজী:৬১৪। **কি পয়েন্ট:** ➤ তাকওয়া ➤ সিয়াম ➤ কুরআন ও রামাদ্বান ➤ দোয়ার সঠিক পদ্ধতি। ➤ দোয়া; আল্লাহর সাথে সরাসরি কানেকশন ➤ কুরআনে বর্ণিত রোযার নিয়ম ও ইতিকাফ, ক্লিয়ার হালাল উপার্জন; তাকওয়া অর্জন ও দোয়া কবুলের পূর্ব শর্ত, আইনের মারপ্যাঁচের মধ্যে কোন কিছু বৈধ না করা। **টেইক হোম ম্যাসেজ:** ➤ একজন মুমিনের জন্য তাকওয়া অর্জন অপরিহার্য, আর সিয়াম সাধনার মাধ্যমে এটা অর্জন সম্ভব। ➤ মহা গ্রন্থ আল কুরআন নাজিলের মাসকে আল্লাহ সিয়ামের জন্য নির্ধারণ করেছেন। ➤ সিয়ামের মাধ্যমে মানুষ তার নফসকে নিয়ন্ত্রনে রাখতে সক্ষম হয়। সে নিজের অন্তরকে কালবে সালিম এর পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে। এর মাধ্যমে মানুষের রুহ তাজা হয় আর এতে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বাড়ে। ➤ আল্লাহর সাথে সরাসরি সম্পর্কের মাধ্যমে হচ্ছে দোয়া। ➤ সরাসরি পরিষ্কার হালাল রুজি দোয়া ও ইবাদাত কবুলের অন্যতম শর্ত এবং তাকওয়া মেন্টেইনের উপায়।
- ৫. এপ্রিল ৩য় সপ্তাহ:** সূরা (২) আল বাক্বারাহ:১৫৩-১৫৭। ইসলামে সবরের গুরুত্ব। **দারস রেফারেন্স:** সূরা (৭৩) আল মুযাম্মিল: ১০, সূরা (২০) তাহা: ১৩০, সূরা (৩) আলে ইমরান: ১৬৪, ১৬৯-১৭৩, সূরা (২৯) আল আনকাবুত: ২-৩, সূরা (২) আল বাক্বারাহ: ১২৭-১২৯, সূরা (৬২) জুমুয়া: ২, **কি পয়েন্ট:** ➤ ইসলামিক পরিভাষায় সবর কি ও কত প্রকার। ➤ সবর এবং অলসতা/হতাশার পার্থক্য। ➤ আল কুরআনে সবরের পরিভাষা। ➤ মাক্কী জীবনে সবরের উদাহরণ। ➤ মাদানী জীবনে সবরের উদাহরণ। ➤ বিপদ মুসিবতে ইমান্দারদের করণীয়। **টেইক হোম ম্যাসেজ:** ➤ ধৈর্য্য এবং নামায প্রত্যেক মুসলমানের হাতিয়ার। ➤ আমরা আল্লাহর কাছ থেকে এসেছি, আল্লাহ কাছেই যাবো, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। ➤ সবর কারীদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে রয়েছে রহমত এবং হেদায়াত।
- ৬. জুন ৩য় সপ্তাহ:** সূরা (৭) আল আরাফ:৮০-৮৪, কাওমে লুতের অপরাধ ও তাদের পরিণতি। **দারস রেফারেন্স:** সূরা (২৯) আল আনকাবুত: ২৯-৩৫, সূরা (২৭) আন নামল: ৫৪-৫৫, সূরা (১৫) আল হিজর: ৭০-৭৭, সূরা (২৬) আশ-শুয়ারা: ১৬৬-১৭০, সূরা (১১) হুদ: ৭৮-৮২, **কি পয়েন্ট:** ➤ সামুদ্র জাতীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। ➤ Sodomy/সমকামিতা, বিকৃত যৌন উদ্ভাটনা। ➤ কুরআনের পরিভাষায় এধরণের জঘন্য কাজ পূর্বের কোন জাতি করেনি। ➤ আল্লাহর শাস্তি পরিষ্কার। **টেইক হোম ম্যাসেজ:** ➤ কাওমে লুতের অপরাধ ও শাস্তি পরিষ্কার, অন্যান্য আসমানী কিতাব সমূহে তার উল্লেখ আছে। ➤ মুসলমানদের এই ব্যাপারে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা অপরিহার্য। ➤ মুসলমান জাতির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে এধরণের জঘন্য কাজ থেকে বাঁচানো আমাদের সকলের ঈমানী দায়িত্ব।
- ৭. জুলাই ৩য় সপ্তাহ:** সূরা (২২) আল হাজ্জ: ৭৩-৭৮, সমাজ সেবা। **দারস রেফারেন্স:** সূরা (২২) আল হাজ্জ:৩৭, সূরা (৭৬) ইনসান/আদ দাহর:৮-৯, সূরা (৫৯) হাশর:৯, সূরা (৬৯) আল হাক্বাহ:৩৩-৩৪, সূরা (৬০) আল মুমতাহিনাহ:৮, সূরা (৪) আন নিসা:৩৬, সূরা (৫১) আয যারিয়াত:১৯। সূরা (২৯) আল আনকাবুত: ৬৯, সূরা (৩) আলি ইমরান: ১৯, ৬৮, ৮৫, ১০৩, ১১০, সূরা (২) আল বাক্বারাহ: ১৭৭, ১৮৫, সূরা (৪২) আশ শূরা: ১৩, সূরা (৬) আল আনআম: ১৫৯। **কি পয়েন্ট:** ➤ সিজদার আয়াত কি এবং করণীয়। ➤ ইবাদাতের পাশাপাশি ‘ওয়াফ আলুল খাইর’ তথা সৃষ্টির সেবা, মানব সেবা। ➤ মৌলিক মানব সেবার পাশাপাশি ইসলামে দু’টি বিশেষ দিক আছে ১. মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান করে ইহকাল ও পরকালের আসল মুক্তির ব্যবস্থা করা। ২. সমাজের সকলের ন্যায্য অধিকার রক্ষায় ন্যায্য ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় অংশগ্রহণ করা। **টেইক হোম ম্যাসেজ:** ➤ ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা, সুতরাং মৌলিক সমাজসেবার পাশাপাশি ইসলামের দাওয়াত সমগ্র মানব জাতির কাছে পৌঁছানো সবচেয়ে বড় সমাজ সেবার কাজ। সমাজের অন্যয় ও অবিচারের বিরুদ্ধে ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় অংশগ্রহণ ইসলামের অনন্য সমাজ সেবার আরেকটি দিক।

- ৮. সেপ্টেম্বর ৩য় সপ্তাহ:** সূরা (৩) আলি ইমরান: ১০১-১০৫, জামায়াতবন্ধ জীবন। **দারস রেফারেন্স:** সূরা (৬) আল আনআম: ১৫৯, সহীহ বুখারী: ৭১৪৩, সূরা (২) আল বাক্বারাহ: ২৫৬, সূরা (৮) আল আনফাল: ৪৬, সূরা (৫) আল-মায়দা: ২, সূরা (৫৯) হাশর: ৭, ১৮, সূরা (৬৭) মূলক: ১২, সূরা (৯) আত তাওবাহ: ১১৯, । **কি পয়েন্ট:** ➤ ঐক্যবদ্ধ জীবনযাপন, ➤ আল্লাহর রজ্জু অর্থাৎ দীন ইসলাম, ➤ তাকওয়া, তাকওয়ার স্তর, ব্যক্তিগত পর্যায়ে তাকওয়া ও তার মর্যাদা ➤ ঈমান ➤ ভাড়া, ➤ আল্লাহর দিকে আহ্বান, ➤ সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ, ➤ বিভক্ত না হওয়া। **টেইক হোম ম্যাসেজ:** ➤ আল্লাহর দীনকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করা এবং তাঁর আনুগত্যে গড়িমসি না করা ➤ ঐক্যবদ্ধ থাকা, পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হওয়া, ➤ তাকওয়ার গুণ অর্জন করা, ➤ ইসলামের যাবতীয় বিধান মেনে চলা, তার ফরজ-ওয়াজেব কাজগুলো সম্পূর্ণভাবে পালন করা এবং যত নিষিদ্ধ বস্তু আছে, তার ধারে-কাছেও না যাওয়া, ➤ আল্লাহর দিকে আহ্বান করা, ➤ মৃত্যু পর্যন্ত দ্বীনের উপর ঠিকে থাকা।
- ৯. নভেম্বর ৩য় সপ্তাহ:** সূরা (৫৭) আল হাদীদ:৭-১২, আল্লাহর পথে খরচ করার ফজিলত। **দারস রেফারেন্স:** সূরা (২) আল বাক্বারাহ: ২৫৪,২৬১-২৬২, ২৬৭-২৭৪, সূরা (১৪) ইবরাহীম:৩১, সূরা (৪৭) মুহাম্মদ:৩৮, সূরা (৬৩) আল মুনাফিকুন: ৯-১০, সূরা (২৬) আশ্ শূ'আরা: ৮৮, সূরা (২৮) আল কাসাস: ৬০, সূরা (২৫) আল ফুরকান: ৬৭, সূরা (১৭) বনী ইসরাঈল:২৯, সূরা (৪৭) মুহাম্মদ:৩৮, সূরা (৩) আল ইমরান:৯২, সূরা (৯) তাওবাহ:৩৪-৩৫, সহীহ বুখারী (তাওহীদ পাবলিকেশন): ৭৪৩০, ২৪৪২, ২৮৮৬, ৬৪৪২, ৬৪৪৬ সূরা (৫১) আয যারিয়াত: ১৯, সুনান তিরমিজী: ২৩২৫, ২৩৪৫, ৩৩৫৪, ২৩৪৩। **কি পয়েন্ট:** ➤ সম্পদের প্রকৃত মালিক আল্লাহ। ➤ ইনফাক ফি সাবিলিল্লাহ। ➤ বিজয়ের পূর্বে দান ও বিজয়ের পরের দান। ➤ আল্লাহকে করজে হাসানাহ দেয়া: কেন, কখন, কিভাবে। **টেইক হোম ম্যাসেজ:** ➤ সম্পদের প্রকৃত মালিক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা, মানুষ হলো তার রক্ষণাবেক্ষণকারী। ➤ মানুষের প্রকৃত সম্পদ হলো: সে যায় খায়, পরিধান করে এবং আল্লাহর রাস্তায় যা ব্যয় করে। ➤ বিজয়ের পূর্বের দান আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়। ➤ আল্লাহকে করজে হাসানাহ দিলে, আল্লাহ এর প্রতিদান অনেকগুণ বাড়িয়ে দিবেন।
- ১০. ডিসেম্বর ১ম সপ্তাহ:** সূরা (৫১) আয যারিয়াত: ৫৬-৬০, মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য। **দারস রেফারেন্স:** সূরা (২৩) মুমিনুন: ১১৫, সূরা (১৪) ইব্রাহীম: ২২, **কি পয়েন্ট:** ➤ মানুষ ও জিনের পরিচয়। ➤ ইবাদতের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা। ➤ আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন। ➤ যুলুম কারীদের শাস্তি। ➤ বিচার দিনে অবিশ্বাসীদের দূর্ভোগ। **টেইক হোম ম্যাসেজ:** ➤ মানুষ ও জীন জাতির সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর ইবাদত করা। ➤ আল্লাহই সবার রিজিকদাতা। ➤ আল্লাহ সর্বশক্তিমান ও পরাক্রমশালী। ➤ আল্লাহর ক্ষমতার সাথে কারো ক্ষমতা তুলনীয় নয়। ➤ যুলুমকারীদের জন্য পরকালে রয়েছে কঠিন শাস্তি। ➤ আল্লাহর শাস্তি ভয়াবহ। কেউ যেন এর জন্য তাড়াহুড়া না করে। ➤ আল্লাহ আমাদেরকে সতর্ক করেছেন যাতে আমরা অবিশ্বাসী না হই। ➤ বিচারের দিনে অবিশ্বাসীদের সাহায্যকারী কেউ হবে না। এমনকি শয়তানও তা অস্বীকার করবে। অবিশ্বাসীরা নিজেরা নিজেকেই তিরস্কার করবে।

## আলোচনা রেফারেন্স: ২০২৩

- ১. জানুয়ারী ১ম সপ্তাহ:** ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। **রেফারেন্স:** সূরা (৩) আলি ইমরান: ১৮, ১৯, ৮৫, সূরা (৫) মায়দাহ: ৩, সূরা (২৮) কাসাস: ৭৭, সূরা (৯) তাওবাহ: ৩৩, সূরা (৬১) সাফ: ৯, সূরা (৫৯) হাশর: ৭, সূরা (২) বাক্বারাহ: ৮৫, বই “ইসলাম একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা”, লেখক, ফুয়াদ আব্দুল হামীদ আল খতীব।
- ২. ফেব্রুয়ারী ১ম সপ্তাহ:** মুনা পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য। **রেফারেন্স:** মুনা পরিচিতি, মুনা ফ্লাইয়ার, আল কুরআন ও আল হাদিসের আলোকে মুনা'র কর্মসূচি, মুনা ফ্লাইয়ার। লিংক  
<https://muslimummah.org/dawah-materials/page/3/>
- ৩. মার্চ ১ম সপ্তাহ:** মাহে রামাদান আল কুরআনের মাস **রেফারেন্স:** মাহে রামাদান আল কুরআনের মাস, মুনা ফ্লাইয়ার।  
<https://muslimummah.org/dawah-materials/page/3/>
- ৪. এপ্রিল ১ম সপ্তাহ:** আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধির উপায়। **রেফারেন্স:** সূরা (২) বাক্বারাহ: ১৬৫, সূরা (৫) মায়দাহ: ৫৫, সূরা (৮) আল আনফাল: ৪৬, সূরা (৩) আলি ইমরান: ১০৩, সূরা (৪) আন নিসা:৩৬, সূরা (৯৮) আল বায়্যিনাহ:৫, সূরা (১৮) আল কাহফ: ২৮, ১১০, সূরা (৪৮) আল ফাতহ:২৯, সহীহ বুখারী: ৬৫০২।

৫. মে ১ম সপ্তাহ: হালাল উপার্জনের গুরুত্ব। **রেফারেন্স:** সূরা (২৩) আল-মুমিনুন:৫১, সূরা (২) আল-বাক্বারাহ: ১৮৮, সূরা (৪) আন নিসা: ১০, ২৯, সূরা (৮৩) আল-মুতাফফিফীন: ১, সহীহ বুখারী: ২০৮৩, সহীহ মুসলিম (ইফাঃ): ১৮৫, ২৫২, ৩৯৯০, ২২৯২, সুনানে ইবনে মাজাহ:৪০১৯।

৬. জুন ১ম সপ্তাহ: মুসলিম হিসাবে সামাজিক কাজের গুরুত্ব ও আমাদের অবস্থান। **রেফারেন্স:** সূরা (২২) আল হাজ্জ্ব:৩৭, সূরা (৭৬) ইনসান/আদ দাহর:৮-৯, সূরা (৫৯) হাশর:৯, সূরা (৬৯) আল হাক্বাহ:৩৩-৩৪, সূরা (৬০) আল মুমতাহিনাহ:৮, সূরা (৪) আন নিসা:৩৬, সূরা (৫১) আয যারিয়াত:১৯।

৭. জুলাই ১ম সপ্তাহ: হিজরী সন, মুহাররাম ও আশুরার তাৎপর্য। **রেফারেন্স:** সূরা (৯) আত তাওবাহ:৩৬।

إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا، أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ، ثَلَاثٌ مَتَوَالِيَاتٌ، ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمِ وَرَجَبٌ مُضَرٌّ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ."

“আল্লাহ তাআলার যমীন ও আসমান সৃষ্টির সময় হতে সময় চক্রাকারে ঘুরছে। বছর হলো বারোটি মাসের সমষ্টি, তার মধ্যে চারটি অতি সম্মানিত। এর তিন মাস হল ক্রমাগত- ১. যুলকাদা, ২. যুলহিজ্জাহ এবং ৩. মুহাররাম। আর (চতুর্থটি হলো) ‘রজব’ জুমাদাস সানি ও শাবানের মধ্যবর্তী”। [সহীহ বুখারী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন): ৪৩০৫]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَزْفَعُهُ قَالَ سَأَلَ أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ وَأَيُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ " أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ صِيَامُ شَهْرِ اللَّهِ الْمُحَرَّمِ ."

“আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী সা. এর কাছে জিজ্ঞাসা করা হল, ফরয সালাতসমূহের পর কোন সালাত এবং রমযান মাসের সিয়ামের পর কোন সাওম সর্বোত্তম? তিনি বললেন, ফরয সালাতসমূহের পর গভীর রাতের সালাত সর্বোত্তম এবং রমযান মাসের সিয়ামের পর আল্লাহর মাস মুহাররামের রোযা সর্বোত্তম।” [সহীহ মুসলিম (ইসলামিক ফাউন্ডেশন): ২৬২৭]

"صِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ إِنِّي أُحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ"

“আল্লাহ তা’আলার নিকট আমি আশাপোষণ করি যে, তিনি আশুরার রোযার মাধ্যমে পূর্ববর্তী এক বছরের (গুনাহ) ক্ষমা করে দিবেন।” [সুনান তিরমিজী:৭৫২]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِصَوْمِ عَاشُورَاءَ يَوْمَ الْعَاشِرِ .

“ইবনু আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) দশম তারিখ আশুরার রোযা পালন করতে নির্দেশ দিয়েছেন।” [সুনান তিরমিজী: ৭৫৩]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: صَوْمُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، وَخَالِفُوا فِيهِ الْيَهُودَ، صَوْمُوا قَبْلَهُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا.

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (সা) বলেন- “তোমরা আশুরার দিনে রোযা রাখো, এবং ইয়াহুদীদের সাথে পার্থক্য করো। আশুরার দিনের সাথে তার পূর্ববর্তী দিন রোযা রাখো অথবা পরবর্তীদিন।” [মুসনাদে আহমদ: ২১৫৫]

৮. অগাস্ট ১ম সপ্তাহ: কাংখিত চরিত্র গঠনে ইসলাম। **রেফারেন্স:** চাই সুন্দর চরিত্র। মুনা ফ্লাইয়ার। লিংক

<https://muslimummah.org/dawah-materials/page/3/>

৯. সেপ্টেম্বর ১ম সপ্তাহ: আল কুরআন ও আল হাদিসের আলোকে মুনা’র কর্মসূচি। **রেফারেন্স:** মুনা ফ্লাইয়ার “আল-কুরআন ও আল-হাদীসের আলোকে আমাদের কর্মসূচ”। লিংক

<https://muslimummah.org/dawah-materials/page/3/>

১০. অক্টোবর ১ম সপ্তাহ: সোশ্যাল নেটওয়ার্ক এ আমাদের অংশগ্রহণ **রেফারেন্স:**

১১. নভেম্বর ১ম সপ্তাহ: নামাজই নাজাত নামাজই জান্নাত। মুনা ফ্লাইয়ার। লিংক

<https://muslimummah.org/dawah-materials/page/3/>

১২. ডিসেম্বর ১ম সপ্তাহ: আমাদের সন্তান আমাদের দায়িত্ব। **রেফারেন্স:** <https://islamhouse.com/bn/articles/357535/>

## দারসুল হাদীস: মে ওয় সপ্তাহ যে ইবাদাত জান্নাতে নিয়ে যাবে

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَأَصْبَحْتُ يَوْمًا قَرِيبًا مِنْهُ وَنَحْنُ نَسِيرُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ النَّارِ . قَالَ " لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ عَظِيمٍ وَإِنَّهُ لَيْسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسْرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ تَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتَقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ " . ثُمَّ قَالَ " أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الْخَيْرِ الصَّوْمِ جُنَّةٌ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ وَصَلَاةُ الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ " . قَالَ ثُمَّ تَلَا: ( تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ ) حَتَّى بَلَغَ: ( يَعْمَلُونَ ) ثُمَّ قَالَ " أَلَا أَخْبِرُكَ بِرَأْسِ الْأَمْرِ كُلِّهِ وَعَمُودِهِ وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ " . قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ " . ثُمَّ قَالَ " أَلَا أَخْبِرُكَ بِمَلَاكٍ ذَلِكَ كُلِّهِ " . قُلْتُ بَلَى يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ قَالَ " كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا " . فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَإِنَّا لَمُؤَاخِدُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ فَقَالَ " تَكَلَّمْتَ أُمَّكَ يَا مُعَاذُ وَهَلْ يَكْبُ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ " .

মু'আয ইবনু জাবাল (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি কোন এক ভ্রমণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে ছিলাম। একদিন যেতে যেতে আমি তার নিকটবর্তী হলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন একটি কাজ সম্পর্কে আমাকে জানিয়ে দিন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে এবং জাহান্নাম হতে দূরে রাখবে। তিনি বললেনঃ তুমি তো আমাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রশ্ন করেছো। তবে সেই ব্যক্তির জন্য এ ব্যাপারটা অতি সহজ যে ব্যক্তির জন্য আল্লাহ তা'আলা তা সহজ করে দেন। তুমি আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত করবে, কোন কিছুকে তার সাথে শরীক করবে না, নামায প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত দিবে, রামাযানের রোযা রাখবে এবং বাইতুল্লাহর হাজ্জ করবে। তিনি আরো বললেন, আমি কি তোমাকে কল্যাণের দরজাসমূহ সম্পর্কে বলে দিব না? রোযা হলো ঢালস্বরূপ, দান-খাইরাত গুনাহসমূহ বিলীন করে দেয়, যেমনিভাবে পানি আগুনকে নিভিয়ে দেয় এবং কোন ব্যক্তির মধ্যরাতের নামায আদায় করা। তারপর তিনি এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন, “তাদের দেহপাশ বিছানা থেকে আলাদা হয়ে যায় এবং তারা তাদের প্রভুকে ডাকে আশায় ও ভয়ে এবং আমি তাদেরকে যে রিয়ক দান করেছি তা থেকে তারা ব্যয় করে। কেউই জানে না তাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর কি লুকিয়ে রাখা হয়েছে তাদের কৃতকর্মের পুরস্কারস্বরূপ ” (সূরা আস-সিজদা ১৬, ১৭)

তিনি আবার বলেন, আমি কি সমস্ত কাজের মূল, স্তম্ভ ও সর্বোচ্চ শিখর সম্পর্কে তোমাকে অবহিত করবো না? আমি বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বললেন, সকল কাজের মূল হলো ইসলাম, স্তম্ভ হলো নামায এবং সর্বোচ্চ শিখর হলো জিহাদ। তিনি আরো বললেন? আমি কি এসব কিছুর সার সম্পর্কে তোমাকে বলব না? আমি বললাম, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি তার জিহা ধরে বললেনঃ এটা সংযত রাখ। আমি প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর নবী! আমরা যে কথা-বার্তা বলি এগুলো সম্পর্কেও কি পাকড়াও করা (জবাবদিহি) হবে? তিনি বললেন, হে মু'আয! তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক! মানুষকে শুধুমাত্র জিহবার উপার্জনের কারণেই অধঃমুখে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। [সুনান আত তিরমিজী: ২৬১৬]

**দারস রেফারেন্স:** সূরা (৫১) আয যারিয়াত: ৫৬, ১৫-১৮, সূরা (১৮) আল কাহাফ: ১১০, সূরা (৪০) আল মুমিন/গাফির: ৬০, সূরা (৩৯) আয যুমার: ৩, সূরা (৩১) লুকমান: ১৩, সূরা (৬) আল আনআম: ৮৮, সূরা (৪) আন নিসা: ৪৮, ১০৩, সূরা (২৯) আল আনকাবুত: ৪৫, সূরা (২) আল বাক্বারাহ: ৪৩, ১৮৩, সূরা (৩) আলি ইমরান: ৯৭, ১৫৯ সূরা (১৭) আল ইসরা/বনী ইসরাঈল: ৭৯, ৫৩ সূরা (৫০) কাফ: ১৮।

**কি পয়েন্ট:** > ইবাদতের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। > শিকের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। > ইসলামের পাঁচ স্তম্ভ। > তাহাজ্জুদের নামাজ। > জিহাদ। > জিহাদকে সংযত রাখা। > মু'আয ইবনু জাবাল (রা.)।

**টেইক হোম ম্যাসেজ:** > আমরা একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করব। তার সাথে কাউকে শরীক করবো না। > ইসলামের প্রধান পাঁচ স্তম্ভ যথাযথ ভাবে পালন করতে হবে। > রোজা ঢাল হিসাবে মানুষকে গুনাহ থেকে বাঁচাবে। > দান খয়রাত করার মাধ্যমে আল্লাহ মানুষের গুনাহকে বিলীন করে দেন। > তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ার অভ্যাস করা দরকার। > সকল কাজের মূল হচ্ছে ইসলাম, হচ্ছে নামাজ, এবং সর্বোচ্চ শিখর হচ্ছে জিহাদ। > জিহাদ তথা কথাকে সংযত করতে হবে। এই জিহাদের কারণেই মানুষকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

## দারসুল হাদীস: অগাস্ট ৩য় সপ্তাহ ইসলামী ভ্রাতৃত্বের রূপরেখা আগস্ট

عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুসলিম মুসলিমের ভাই। সে তার উপর জুলুম করবে না এবং তাকে যালিমের হাতে সোপর্দ করবে না। যে কেউ তার ভাইয়ের অভাব পূরণ করবে, আল্লাহ তার অভাব পূরণ করবেন। যে কেউ তার মুসলিম ভাইয়ের বিপদ দূর করবে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার বিপদসমূহ দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ ঢেকে রাখবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার দোষ ঢেকে রাখবেন। [সহীহ বুখারী: ২৪৪২]

**দারস রেফারেন্স:** সূরা (৪৯) আল হুজুরাত: ১০-১৩, সূরা (৪৩) আয যুখরুফ: ৫৭, সূরা (৪২) আশ শুরা: ৪০, সহীহ বুখারী: ৬৯, ৫১৪৩ সূরা (২) বাক্বারাহ: ১৮৫, ২৮০, সূরা (২৪) নূর: ১৯, সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩/২৫৪৬, আবু দাউদ: ৪৮০৩, ইমাম নববীর ৪০ হাদীসের ৩৬ নং হাদীস, **কি পয়েন্ট:** > ভ্রাতৃত্বের সংজ্ঞা। > জুলুম এর সংজ্ঞা। মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই স্বরূপ। > মুসলিম ভাইয়ের অভাব পূরণ করা, বিপদ দূর করা, দোষ ঢেকে রাখা। > আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.)। **টেইক হোম ম্যাসেজ:** > সকল মুসলমানকে নিজের ভাইয়ের মত ভালোবাসতে হবে এবং সকল সৎ কাজে সহযোগিতা করতে হবে। > কক্ষনো কারো প্রতি যুলুম করবে না এবং কাউকে যালিমের কাছে সোপর্দ করবেনা বরং যালিমের হাত থেকে বাঁচাতে সর্বোচ্চ সহযোগিতা করবে। > অপর মুসলিম ভাইয়ের অভাব পূরণ করলে আল্লাহ ঐ ব্যক্তির অভাব পূরণ করে দিবেন। > কারো বিপদ দূর করে দিলে আল্লাহ পরকালে তার বিপদ দূর করে দিবেন। > আমাদের উচিত অপর মুসলিম ভাইয়ের দোষ ঢেকে রাখা, এর মাধ্যমে আল্লাহ আমাদের দোষ পরকালে ঢেকে রাখবেন।

## দারসুল হাদীস: অক্টোবর ৩য় সপ্তাহ এক মুসলিমের প্রতি অপর মুসলিমের ছয়টি হক

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ " . قِيلَ مَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " إِذَا لَقَيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَسَمِّتْهُ وَإِذَا مَرَضَ فَعُدُّهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ " .

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মুসলিমের প্রতি মুসলিমের হক ছয়টি। জিজ্ঞাসা করা হল, সেগুলো কী, ইয়া রাসূলুল্লাহ! ইরশাদ করলেন (সেগুলো হলো-) ১. তার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হলে তাকে সালাম করবে, ২. তোমাকে দাওয়াত করলে তা তুমি গ্রহণ করবে, ৩. সে তোমার কাছে সৎ পরামর্শ চাইলে, তুমি তাকে সৎ পরামর্শ দিবে, ৪. সে হাঁচি দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ বললে, তার জন্য তুমি (ইয়ারহামুকাল্লাহ বলে) রহমতের দুআ করবে, ৫. সে অসুস্থ হলে তার সেবা-শুশ্রূষা করবে এবং ৬. সে মারা গেলে তার (জানাযার) সঙ্গে যাবে। [সহীহ মুসলিম (ইসলামিক ফাউন্ডেশন): ৫৪৬৬]

**দারস রেফারেন্স:** সূরা (৬) আল আন'আম: ৫৪, সূরা (২৪) আন নূর: ৬১, মুসলিম: ৫৪, তিরমিযী: ২৬৮৮, আবু দাউদ: ৫১৯৫, সূরা (৭) আল আরফ: ৬২, ৬৮, সূরা (২৮) আল কাসাস: ২০, সহীহ বুখারী: ৬২২৬।

**কি পয়েন্ট:** > সালাম দেয়ার প্রয়োজনীয়তা। > দাওয়াত গ্রহণ করা। > সৎ পরামর্শ দেয়া। > হাঁচির জবাব দেয়া। > রোগীর সেবা করা। > জানাজায় অংশগ্রহণ করা। > আবু হুরায়রা (রা.)।

**টেইক হোম ম্যাসেজ:** > প্রত্যেক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের হক রয়েছে। > হক আদায়ে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালানো। > সাক্ষাতে সর্বদা সালাম বিনিময়ের মাধ্যমে কল্যাণ কামনা করা। সালাম প্রদানে সর্বদা অগ্রগামী হওয়া। > ছোট বড় সবাইকে সালাম দেওয়া। > দাওয়াত করলে তা গ্রহণ করা। > অপর মুসলিম ভাইকে সর্বদা সৎ পরামর্শ দেয়া। > কেউ হাঁচি দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ বললে উত্তরে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলে তার জন্য রহমতের দুআ করা। > অসুস্থ মুসলিম ভাইয়ের খোঁজখবর নেয়া এবং সেবা-শুশ্রূষা করা। > মৃত মুসলিম ভাইয়ের জানাজায় অংশগ্রহণ করা।

## হাদীস পাঠ জানুয়ারী: ৩য় সপ্তাহ: উত্তম চরিত্র

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا " .

আবু হুরাইরাহ (রা.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ঐ মু'মিন ঈমানে পরিপূর্ণ যার চরিত্র সর্বোৎকৃষ্ট। [সুনান আবু দাউদ: ৪৬৮২] হাদিসের মান: হাসান সহীহ

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتَّبِعِ السَّبِيلَةَ الْحَسَنَةَ تَمَحُّهَا وَخَالَقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ " .

আবু যার (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন, তুমি যেখানেই থাক আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর, মন্দ কাজের পরপরিই ভাল কাজ কর, তাতে মন্দ দূরীভূত হয়ে যাবে এবং মানুষের সাথে উত্তম আচরণ কর। [সুনান আত তিরমিজী: ১৯৮৭] হাদিসের মান: হাসান সহীহ

عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَعَانَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ فَقَالَ " الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ " .

নাওয়াস ইবনু সাম'আন আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে পূণ্য ও পাপ সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। তখন উত্তর দিলেন, পূণ্য হচ্ছে সচ্চরিত্র। আর পাপ হচ্ছে যা তোমার (অন্তরে) খটকা সৃষ্টি করে এবং লোকে তা জানুক তা তুমি অপছন্দ কর। [সহীহ মুসলিম (ইসলামিক ফাউন্ডেশন): ৬২৮৫]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يَدْخُلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ فَقَالَ " تَقْوَى اللَّهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ " . وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يَدْخُلُ النَّاسَ النَّارَ فَقَالَ " الْفَمُّ وَالْفَرْجُ " .

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হলো, কোন কর্মটি সবচাইতে বেশি পরিমাণ মানুষকে জান্নাতে নিয়ে যাবে। তিনি বললেন আল্লাহভীতি, সদাচার ও উত্তম চরিত্র। আবার তাকে প্রশ্ন করা হলো, কোন কাজটি সবচাইতে বেশি পরিমাণ মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যাবে। তিনি বললেনঃ মুখ ও লজ্জাস্থান। [সুনান আত তিরমিজী: ২০০৪] হাদিসের মান: হাসান সহীহ

عَنْ عِيَّاضِ بْنِ حِمَارٍ، أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ وَلَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ " .

ইয়ায ইবনু হিমার (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মহান আল্লাহ আমার নিকট (এ মর্মে) ওয়াহী পাঠিয়েছেন যে, তোমরা বিনয়ী হও, যতক্ষণ না একে অপরের উপর যুলম করে এবং অহংকার করে। [সুনান আবু দাউদ: ৪৮৯৫] হাদিসের মান: সহীহ

عَنْ عَمَّارٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ كَانَ لَهُ وَجْهَانِ فِي الدُّنْيَا كَانَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِسَانَانِ مِنْ نَارٍ " .

আম্মার (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ দুনিয়াতে দ্বিমুখী স্বভাবের লোকের কিয়ামতের দিন আগুনের দু'টি জিহ্বা হবে। [সুনান আবু দাউদ: ৪৮৭৩] হাদিসের মান: সহীহ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْأَشْجِ الْعَصْرِيِّ " إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ الْجِلْمُ وَالْحَيَاءُ " .

ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশাজ্জ আল-আসারীকে বলেনঃ নিশ্চয় তোমার মধ্যে এমন দু'টি উত্তম স্বভাব বিদ্যমান, যা আল্লাহ পছন্দ করেনঃ সহনশীলতা ও লজ্জাশীলতা। [ইবনু মাজাহ: ৪১৮৮] হাদিসের মান: সহীহ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْأَشْجِ عَبْدِ الْقَيْسِ " إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ الْجِلْمُ وَالْأَنَاءُ " .

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, আবদুল কাইস বংশের প্রতিনিধি দলের নেতা আশাজ্জকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তোমাদের মধ্যে এরূপ দুটি গুণ রয়েছে যা আল্লাহ তা'আলা অধিক পছন্দ করেনঃ সহিষ্ণুতা ও স্থিরতা। [সুনান আত তিরমিজী: ২০১১] হাদিসের মান: সহীহ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا اللَّعَّانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبُذِيِّ".

আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মু'মিন কখনো দোষারোপকারী ও নিন্দাকারী হতে পারে না, অভিসম্পাতকারী হতে পারে না, অশ্লীল কাজ করে না এবং কটুভাষীও হয় না। [সুনান আত তিরমিজী: ১৯৭৭] হাদিসের মান: সহীহ

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتِي فِي رِبْضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا وَبَيْتِي فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكُذْبَ وَإِنْ كَانَ مَا زِحًا وَبَيْتِي فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ".

আবু উমামা (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি ন্যায়সঙ্গত হওয়া সত্ত্বেও ঝগড়া পরিহার করবে আমি তার জন্য জান্নাতের বেষ্টনীর মধ্যে একটি ঘরের যিম্মাদার; আর যে ব্যক্তি তামাশার ছলেও মিথ্যা বলে না আমি তার জন্য জান্নাতের মাঝখানে একটি ঘরের যিম্মাদার আর যে ব্যক্তি তার চরিত্রকে সৌন্দর্যমন্ডিত করেছে আমি তার জন্য জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানে অবস্থিত একটি ঘরের যিম্মাদার। [সুনান আবু দাউদ: ৪৮০০] হাদিসের মান: সহীহ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ رَجُلًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ".

আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যাকাত বা দানের কারণে কখনো সম্পদের কমতি হয় না। অবশ্যই ক্ষমা ও উদারতার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা মান-সন্মান বাড়িয়ে দেন। আল্লাহ তা'আলার সম্মতি হাসিলের উদ্দেশ্যে যে লোক বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করে আল্লাহ তা'আলা তাকে অতি মর্যাদা সম্পন্ন করেন। [সুনান আত তিরমিজী: ২০২৯] হাদিসের মান: সহীহ

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "تَبَسُّكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَإِشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ وَبَصْرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِّيِّ الْبَصْرَ لَكَ صَدَقَةٌ وَإِمَاظُكَ الْحَجَرَ وَالشُّوْكَةَ وَالْعِظْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ".

আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমার হাস্যোজ্জ্বল মুখ নিয়ে তোমার ভাইয়ের সামনে উপস্থিত হওয়া তোমার জন্য সাদকাস্বরূপ। তোমার সৎকাজের আদেশ এবং তোমার অসৎকাজ হতে বিরত থাকার নির্দেশ তোমার জন্য সাদকাস্বরূপ। পথহারা লোককে পথের সন্ধান দেয়া তোমার জন্য সাদকাস্বরূপ, স্বল্প দৃষ্টি সম্পন্ন লোককে সঠিক দৃষ্টি দেয়া তোমার জন্য সাদকাস্বরূপ। পথ হতে পাথর, কাটা ও হাড় সরানো তোমার জন্য সাদকাস্বরূপ। তোমার বালতি দিয়ে পানি তুলে তোমার ভাইয়ের বালতিতে ঢেলে দেয়া তোমার জন্য সাদকাস্বরূপ। [সুনান আত তিরমিজী: ১৯৫৬] হাদিসের মান: সহীহ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صِدِّيقًا، وَإِنَّ الْكُذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ، حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا".

আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ সত্য নেকীর দিকে পরিচালিত করে আর নেকী জান্নাতে পৌঁছায়। আর মানুষ সত্যের উপর কায়ম থেকে অবশেষে সিদ্দীক-এর দরজা লাভ করে। আর মিথ্যা মানুষকে পাপের দিকে নিয়ে যায়, পাপ তাকে জাহান্নামে নিয়ে যায়। আর মানুষ মিথ্যা কথা বলতে বলতে অবশেষে আল্লাহর কাছে মহামিথ্যাচারী প্রতিপন্ন হয়ে যায়। [সহীহ বুখারী: ৬০৯৪]

## হাদীস পাঠ: এপ্রিল ৪র্থ সপ্তাহ: নফল ইবাদত

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِنَّ اللَّهَ قَالَ مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَى عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَبْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَنْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لِأَعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لِأُعِيدَنَّهُ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدَّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ، يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ "

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি আমার কোন ওলীর সঙ্গে দূশমনি রাখবে, আমি তার সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করব। আমার বান্দা যে সমস্ত ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য হাসিল করে থাকে, তার মধ্যে ঐ ইবাদতের চেয়ে আমার কাছে অধিক প্রিয় আর কোন ইবাদত নেই যা আমি তার উপর ফরয করেছি। আর বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকে। এমন কি অবশেষে আমি তাকে আমার এমন প্রিয় পাত্র বানিয়ে নেই যে, আমিই তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শুনে। আমিই তার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখে। আর আমিই তার হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে ধরে। আমিই তার পা হয়ে যাই, যা দ্বারা সে চলে। সে যদি আমার কাছে কোন কিছু চায়, তবে আমি নিশ্চয়ই তাকে তা দান করি। আর যদি সে আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তবে অবশ্যই আমি তাকে আশ্রয় দেই। আমি কোন কাজ করতে চাইলে তা করতে কোন দ্বিধা করি-না, যতটা দ্বিধা করি মু'মিন বান্দার প্রাণ নিতে। সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে আর আমি তার বেঁচে থাকাকে অপছন্দ করি। [সহীহ বুখারী: ৬৫০২]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَدَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنِ تَيْمِيمِ الدَّارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " أَوْلَى مَا يُحَاسِبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَلَاتُهُ. فَإِنْ أَكْمَلَهَا كُتِبَتْ لَهُ نَافِلَةٌ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَكْمَلَهَا، قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِمَلَائِكَتِهِ: انظُرُوا، هَلْ تَجِدُونَ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ؟ فَأَكْبَلُوا بِهَا مَا ضَيَّعَ مِنْ فَرِيضَتِهِ. ثُمَّ تَوَخَّذُوا الْأَعْمَالَ عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ "

তামীম আদ-দারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ কিয়ামতের দিন বান্দার নিকট থেকে সর্বপ্রথম তার সালাতের হিসাব নেয়া হবে। যদি সে তা যথাযথভাবে পড়ে থাকে, তখন তার নফল সালাত (নামায/নামাজ) তার জন্য অতিরিক্ত হিসাবে গণ্য করা হবে। সে তা পূর্ণরূপে না পড়ে থাকলে মহান আল্লাহ তাঁর ফেরেশতাদের বলবেন: দেখো তো আমার বান্দার জন্য নফল কিছু পাও কিনা। সে তার ফরযে যা ঘাটতি করেছে, তোমরা তা নফল দ্বারা পূরণ করো। তারপর অপরাপর আমলের হিসাবও অনুরূপভাবে নেয়া হবে। [সুনান ইবনু মাজাহ: ১৪২৬] হাদিসের মান: সহীহ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَرَفَعُهُ قَالَ قَالَ سَيِّدُ أَيْ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ وَأَيُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ " أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ صِيَامُ شَهْرِ اللَّهِ الْمُحَرَّمِ "

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে জিজ্ঞাসা করা হল, ফরয সালাতসমূহের পর কোন সালাত এবং রমযান মাসের সিয়ামের পর কোন সাওম সর্বোত্তম? তিনি বললেন, ফরয সালাতসমূহের পর গভীর রাতের সালাত সর্বোত্তম এবং রমযান মাসের সিয়ামের পর আল্লাহর মাস মুহাররমের সাওম সর্বোত্তম। [সহীহ মুসলিম (ইসলামিক ফাউন্ডেশন): ২৬২৭]

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رُكْعَةً وَاحِدَةً، تَوَتَّرَ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى "

ইবনু 'উমার (রাযি.) হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট রাতের সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ রাতের সালাত দু' দু' (রাক'আত) করে। আর তোমাদের মধ্যে কেউ যদি ফজর হবার আশঙ্কা করে, সে যেন এক রাক'আত সালাত আদায় করে নেয়। আর সে যে সালাত আদায় করল, তা তার জন্য বিতর হয়ে যাবে। [সহীহ বুখারী: ৯৯০]

أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تَصُومُ حَتَّى لَا تَكَادَ تُفْطِرُ وَتُفْطِرُ حَتَّى لَا تَكَادَ أَنْ تَصُومَ إِلَّا يَوْمَيْنِ إِنْ دَخَلَ فِي صِيَامِكَ وَإِلَّا صُمْتَهُمَا. قَالَ "أَيُّ يَوْمَيْنِ". قُلْتُ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ. قَالَ "ذَانِكَ يَوْمَانِ تُعْرَضُ فِيهِمَا الْأَعْمَالُ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَلَيَّ وَأَنَا صَائِمٌ".

উসামা ইবনু যায়দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি যখন সাওম পালন করা শুরু করেন তখন সহসা আর সাওম ভঙ্গ করেন না আবার যখন সাওম ভঙ্গ করা শুরু করেন তখন আর সহসা সাওম পালন ভরা করেন না কিম্ব দুইটি দিন; দুই দিন আপনার সাওম পালন করার দিন সমূহের মধ্যে এসে পড়ে (তবে আপনি সে দু’দিন সাওম পালন করেন) তা না হলেও আপনি ঐ দুই দিনের সাওম পালন করে থাকেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, সে কোন দু’দিন? আমি বললাম, সোমবার এবং বৃহস্পতিবার। তিনি বললেন, সেই দু’দিন মানুষের আমলনামা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকটে উত্তোলন করা হয়। তাই আমি পছন্দ করি যে, আমার আমলনামা আল্লাহর নিকটে এমন অবস্থায় উত্তোলন করা হয় যখন আমি সাওম পালনরত থাকি। [সুনান আন-নাসায়ী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন): ২৩৬০] হাদিসের মান: হাসান সহীহ

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ وَأَيَّامُ الْبَيْضِ صَبِيحَةَ ثَلَاثِ عَشْرَةَ وَأَرْبَعِ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ".

জারীর ইবন আব্দুল্লাহ (রাঃ) সূত্র থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্ৰত্যেক মাসের তিন দিন সাওম পালন করা সারা জীবন সাওম পালন করার সমতুল্য। আর আইয়ামে বীয—তের তারিখের সকাল থেকে চৌদ্দ এবং পনের তারিখ পর্যন্ত। [সুনান আন-নাসায়ী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন): ২৪২২] হাদিসের মান: হাসান সহীহ

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ أَوْصَانِي حَبِيبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثَةٍ لَا أَدْعُهُنَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى أَبَدًا أَوْصَانِي بِصَلَاةِ الضُّحَى وَبِالْوُثْرِ قَبْلَ النَّوْمِ وَبِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ.

আবু যর (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বন্ধু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তিনটি আমলের ওসীয়াত করেছেন; ইনশাআল্লাহ আমি সেগুলো কখনো পরিত্যাগ করব না। তিনি আমাকে চাশতের সালাত এবং নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে বিত্বরের সালাত আদায় করার আর প্রত্যেক মাসে তিন দিন সাওম পালন করার ওসীয়াত করেছেন। [সুনান আন-নাসায়ী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন): ২৪০৬] হাদিসের মান: সহীহ

عَنْ حُمْرَانَ، مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ دَعَا بِوُضُوءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إِنَائِهِ، فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْوُضُوءِ، ثُمَّ تَمَضَّضَ، وَاسْتَنْشَقَ، وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ كُلَّ رِجْلٍ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ نَحْوَ وَضُوءِي هَذَا وَقَالَ "مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وَضُوءِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ".

‘উসমান ইবনু ‘আফফান (রাযি.)-এর মুক্ত করা দাস হুমরান (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি ‘উসমান (রাযি.)-কে উযূর পানি আনাতে দেখলেন। অতঃপর তিনি সে পাত্র হতে উভয় হাতের উপর পানি ঢেলে তা তিনবার ধুলেন। অতঃপর তাঁর ডান হাত পানিতে ঢুকালেন। অতঃপর কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিয়ে নাক ঝাড়লেন। অতঃপর তাঁর মুখমন্ডল তিনবার এবং উভয় হাত কনুই পর্যন্ত তিনবার ধুলেন, অতঃপর মাথা মাসেহ করলেন। অতঃপর উভয় পা তিনবার ধোয়ার পর বললেনঃ আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম - কে আমার এ উযূর ন্যায় উযূ করতে দেখেছি এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ‘যে ব্যক্তি আমার এ উযূর ন্যায় উযূ করে দু’রাক‘আত সালাত আদায় করবে এবং তার মধ্যে অন্য কোন চিন্তা মনে আনবে না, আল্লাহ তা‘আলা তার পূর্বকৃত সকল (সগীরাহ) গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। [সহীহ বুখারী: ১৬৪]

## হাদীস পাঠ: জুলাই ৪র্থ সপ্তাহ: জ্ঞান

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

“আনাস ইবনু মালিক (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয।” [সুনানে ইবনে মাজাহ:২২৪] হাদিসের মান:সহীহ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَالْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوا النَّاسَ فَإِنِّي مَقْبُوضٌ "

“আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, তোমরা মীরাস বন্টন নীতি ও কুরআন শিক্ষা কর এবং তা অন্য লোকদেরও শিক্ষা দাও। কেননা আমি তো অবশ্যই মরণশীল।” [সুনান আত তিরমিজী:২০৯১] হাদিসের মান:যঈফ

عَنْ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ "

“উসমান (রা) সূত্রে রাসূল (ﷺ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সর্বোত্তম যে কুরআন শিখে এবং অন্যকে শিখায়।” [সহীহ বুখারী:৫০২৭]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمَّ صَالِحِ الْأَخْلَاقِ.

“আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, সর্বোত্তম স্বভাব-চরিত্রের পূর্ণতা দান করার জন্যই আমি প্রেরিত হয়েছি।” [আল-আদাবুল মুফরাদ:২৭৩] হাদিসের মান: সহীহ

مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، يَخْطُبُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ،

وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَيُعْطِي اللَّهُ، وَلَنْ يَزَالَ أَمْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ مُسْتَقِيمًا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، أَوْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ "

“মুআবিয়া ইরন আবু সুফয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নাবী (ﷺ) কে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তা’আলা যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন। আমি তো (ইলমের) বন্টনকারী মাত্র; আল্লাহ তা প্রদান করে থাকেন। এ উম্মাতের কর্মকাণ্ড কিয়ামত পর্যন্ত কিংবা বলেছিলেন, মহান আল্লাহ তা’আলার হুকুম আসা পর্যন্ত (সত্যের উপর) সুদৃঢ় থাকবে।” [সহীহ বুখারী: ৭৩১২]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ

كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا

وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَتَّقِ اللَّهَ فِيهِ عَلِمْنَا سَهْلَ اللَّهِ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا

اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ

وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ "

“আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন মুমিনের পার্শ্ব কোন বিপদ-আপদ দূর করে দেবে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিনে তার থেকে বিপদ দূরীভূত করবেন। যে ব্যক্তি কোন অভাবগ্রস্ত লোকের জন্য সহজ ব্যবস্থা (দুর্দশা লাঘব) করবে, আল্লাহ তাআলা দুনিয়া ও আখিরাতে তার দুর্দশা মোচন করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের ক্রটি গোপন রাখবে আল্লাহ তাআলা দুনিয়া ও আখিরাতে তার ক্রটি গোপন রাখবেন। বান্দা যতক্ষণ তার ভাই এর সাহায্যে নিয়োজিত থাকে আল্লাহ ততক্ষণ তার সাহায্যে নিয়োজিত থাকেন।

যে ব্যক্তি ইলম হাসিলের জন্য পথে বের হয়, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সুগম করে দেন। যখন কোন সম্প্রদায় আল্লাহর ঘর সমূহের কোন একটিতে সমবেত হয়ে আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে এবং পরস্পরে তার পর্যালোচনায় নিয়োজিত থাকে তখন তাদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ হয়। রহমতের (শামিয়ানা) তাদের আচ্ছাদিত করে এবং ফিরিশতাগণ তাদের পরিবেষ্টন করে রাখেন। আর আল্লাহ তা’আলা তাঁর নৈকট্যধারীদের (ফিরিশতাগণের) মাঝে তাদের স্মরণ (আলোচনা) করেন। আর যে ব্যক্তির আমল তাকে পিছিয়ে দেবে তার বংশ মর্যাদা তাকে এগিয়ে নিতে পারবেন।” [সহীহ মুসলিম (ইসলামিক ফাউন্ডেশন): ৬৬০৮]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَالِدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ " .

“আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, মানুষের মৃত্যুর সাথে সাথে তার কাজ (কাজের সকল ক্ষমতা) ছিন্ন (বাতিল) হয়ে যায়, কিন্তু তিনটি কাজের (সোওয়াব লাভ) বাতিল হয় না: সাদকায়ে জারিয়া, এমন জ্ঞান যা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় এবং এমন সন্তান যে তার জন্য দুআ করে।” [সুনান আত তিরমিজী: ১৩৭৬] হাদিসের মান: হাসান সহীহ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " لَا تَعْلَمُوا الْعِلْمَ لِتُبَاهُوا بِهِ الْعُلَمَاءَ وَلَا لِتُمَارُوا بِهِ السُّفَهَاءَ وَلَا تَخَيَّرُوا بِهِ الْمَجَالِسَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَالْتَأَرُ النَّارُ " .

“জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নাবী (ﷺ) বলেন, তোমরা আলিমদের উপর বাহাদুরী প্রকাশের জন্য, নির্বোধদের সাথে বাগড়া করার জন্য এবং জনসভার উপর বড়ত্ব প্রকাশ করার জন্য ধর্মীয় জ্ঞান শিক্ষা করো না। যে ব্যক্তি এরূপ করবে, তার জন্য রয়েছে আগুন আর আগুন।” [সুনানে ইবনে মাজাহ: ২৫৪] হাদিসের মান: হাসান সহীহ

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ سَبِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " نَضَرَ اللَّهُ أَمْرًا سَمِعَ مِنْ شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَ فَرُبَّ مُبَلِّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ " .

“আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা’আলা সেই ব্যক্তিকে আলোকোজ্জ্বল করুন, যে আমার কোন কথা শুনেছে এবং যেভাবে শুনেছে সেভাবেই অন্যের নিকট তা (জ্ঞান) পৌছে দিয়েছে। এমন অনেক ব্যক্তি আছে যার নিকট ইলম পৌছানো হয় তিনি শ্রোতার চেয়ে বেশি হৃদয়ঙ্গমকারী হয়ে থাকেন।” [সুনান আত তিরমিজী: ২৬৫৭] হাদিসের মান: হাসান সহীহ

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ، وَيُثْبِتَ الْجَهْلُ، وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ، وَيُظْهَرَ الزِّنَا " .

আনাস (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে, কিয়ামতের কিছু ‘আলামত হল: ‘ইলম হ্রাস পাবে, অজ্ঞতা প্রসারতা লাভ করবে, মদপানের মাত্রা বৃদ্ধি পাবে এবং যেনা ব্যভিচার বিস্তার লাভ করবে। [সহীহ বুখারী: ৮০]

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " سَلُوا اللَّهَ عِلْمًا نَافِعًا وَتَعَوَّدُوا بِاللَّهِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ " .

জাবির (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমরা আল্লাহর নিকট উপকারী জ্ঞান লাভের প্রার্থনা করো এবং অপকারী জ্ঞান থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করো। [সুনান ইবনু মাজাহ: ৩৮৪৩]

## হাদীস পাঠ: ডিসেম্বর ৩য় সপ্তাহ: সংগঠন

الْحَارِثُ الْأَشْعَرِيُّ حَدَّثَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " أَنَا أَمْرُكُمْ بِخَمْسِ اللَّهِ أَمْرِي بِهِنَّ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ وَالْجِهَادُ وَالْهَجْرَةُ وَالْجَمَاعَةُ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ وَمَنْ ادَّعَى دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ مِنْ جُنَا جَهَنَّمَ " . فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ قَالَ " وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ فَادْعُوا بِدَعْوَى اللَّهِ الَّذِي سَبَّأَكُمْ الْمُسْلِمِينَ الْمُؤْمِنِينَ عِبَادَ اللَّهِ " .

“আল-হারিস আল-আশ’আরী (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (ﷺ) বলেছেন, আমিও তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি যেগুলো প্রসঙ্গে আল্লাহ তা’আলা আমাকে আদেশ করেছেন। কথা শুনবে, আনুগত্য করবে, জিহাদ করবে, হিজরাত করবে এবং

জামা'আতবদ্ধ হয়ে থাকবে। যে লোক জামা'আত হতে এক বিঘত পরিমাণ বিচ্ছিন্ন হল সে ইসলামের বন্ধন তার ঘাড় হতে ফেলে দিল, যতক্ষণ না সে ফিরে আসে। আর যে লোক জাহিলিয়াত আমলের রীতি-নীতির দিকে আহ্বান করে সে জাহান্নামীদের দলভুক্ত।

জৈনিক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! সে নামায আদায় করলেও, রোযা রাখলেও? তিনি বললেন, হ্যাঁ, সে নামায-রোযা করলেও। সুতরাং তোমরা সেই আল্লাহ তা'আলার ডাকেই নিজেদেরকে ডাকবে যিনি তোমাদেরকে মুসলিম, মু'মিন ও আল্লাহ তা'আলার বান্দা নাম রেখেছেন।” [সূনান আত তিরমিজী:২৮৬৩] হাদিসের মান: সহীহ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ يَرُضِي لَكُمْ ثَلَاثًا وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا فَيَرْضَى لَكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفْرُقُوا وَيَكْرَهُ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةُ النَّالِ.

“আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা তিনটি কাজ পছন্দ করেন এবং তিনটি কাজ অপছন্দ করেন। তোমাদের জন্য তিনি যা পছন্দ করেন, তা হল: ১. তোমরা তাঁরই ইবাদত করবে, ২. তাঁর সঙ্গে কিছুই শরীক করবে না এবং ৩. তোমরা সকলে আল্লাহর রজু শক্তভাবে ধারণ করবে ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবে না। আর যে সকল বিষয় তিনি তোমাদের জন্য অপছন্দ করেন: ১. বাজে কথাবার্তা বলা, ২. অধিক প্রশ্ন করা এবং ৩. সম্পদ বিনষ্ট করা।” [সহীহ মুসলিম (ইসলামিক ফাউন্ডেশন):৪৩৩২]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ ثُمَّ مَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً وَمَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُبَيْتَةٍ يَغْضَبُ لِلْعَصْبَةِ وَيُقَاتِلُ لِلْعَصْبَةِ فَلَيْسَ مِنْ أُمَّتِي وَمَنْ خَرَجَ مِنْ أُمَّتِي عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا لَا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلَا يَفِي بِذِي عَهْدِهَا فَلَيْسَ مِنِّي."

“আবু হুরায়রা (রা) এর সূত্রে নাবী (ﷺ) থেকে বর্ণিত, যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য থেকে বেরিয়ে গেল এবং জামায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল। আর যে ব্যক্তি লক্ষ্যহীন নেতৃত্বের পতাকাতে যুদ্ধ করে গোত্রপ্রীতির জন্য ক্রুদ্ধ হয় অথবা গোত্রের দিকে আহ্বান করে অথবা গোত্রের সাহায্যার্থে যুদ্ধ করে (আল্লাহর সন্তুষ্টির কোন ব্যাপার থাকেনা) আর তাতে নিহত হয়, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করে। সে ব্যক্তি আমার উম্মাতের ভাল মন্দ সকলকেই নির্বিচারে হত্যা করেছে মুমিনকেও রেহাই দেয়না এবং যার সাথে সে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয় তার প্রতিশ্রুতিও রক্ষা করে না, সে আমার (কেউ) নয় আমিও তার (কেউ) নই।” [সহীহ মুসলিম (ইসলামিক ফাউন্ডেশন):৪৬৩৩]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ خَطَبْنَا عُمَرَ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قُتِلْتُ فِيكُمْ كَقَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا فَقَالَ "أَوْصِيكُمْ بِأَصْحَابِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَفْشُو الْكُذْبُ حَتَّى يَخْلِفَ الرَّجُلُ وَلَا يُسْتَحْلَفُ وَيَشْهَدَ الشَّاهِدُ وَلَا يُسْتَشْهَدُ أَلَا لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِأَمْرَةٍ إِلَّا كَانَ ثَلَاثَهُمَا الشَّيْطَانُ عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدُ مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزِمِ الْجَمَاعَةَ مَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ فَذَلِكَ الْمَوْمِنُ."

“ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, ‘জাবিয়া’ (সিরিয়ার অন্তর্গত) নামক জায়গায় উমর (রা) আমাদের সামনে খুতবাহ দেয়ার উদ্দেশ্যে দাড়িয়ে বলেন, হে উপস্থিত জনতা! যেভাবে আমাদের মাঝে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দাড়াতে, সেভাবে তোমাদের মাঝে আমিও দাড়িয়েছি। তারপর তিনি (রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, আমার সাহাবীদের ব্যাপারে আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি (তোদের যমানা শ্রেষ্ঠ যমানা), তারপর তাদের পরবর্তীদের যমানা, তারপর তাদের পরবর্তীদের যমানা, তারপর মিথ্যাচারের বিস্তার ঘটবে। এমনকি কাউকে শপথ করতে না বলা হলেও সে শপথ করবে, আর সাক্ষ্য প্রদান করতে না বলা হলেও সাক্ষ্য প্রদান করবে।

সাবধান! কোন পুরুষ কোন মহিলার সাথে নির্জনে মিলিত হলে সেখানে অবশ্যই তৃতীয়জন হিসাবে শাইতান অবস্থান করে (এবং পাপাচারে প্ররোচনা দেয়)। তোমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে বসবাস কর। বিচ্ছিন্নতা হতে সাবধান থেকে। কেননা, শাইতান বিচ্ছিন্নজনের সাথে থাকে এবং সে দুজন হতে অনেক দূরে অবস্থান করে। যে লোক জান্নাতের মধ্যে সবচাইতে উত্তম জায়গার ইচ্ছা পোষণ করে সে যেন ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকে (মুসলিম সমাজে)। যার সৎ আমল তাকে আনন্দিত করে এবং বদ আমল কষ্ট দেয় সেই হলো প্রকৃত ঈমানদার।” [সূনান আত তিরমিজী:২১৬৫] হাদিসের মান: সহীহ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ " .

আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, তিন ব্যক্তি একত্রে সফর কলে তারা যেন নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে আমীর বানায়। [সুনান আবু দাউদ: ২৬০৮] হাদিসের মান: হাসান সহীহ

عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ " .

আবু যার (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি (মুসলিম) জামা‘আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক বিঘত পরিমান দূরে সরে গেলো, সে ইসলামের রজু তাঁর গর্দান থেকে খুলে ফেললো। [সুনান আবু দাউদ: ৪৭৫৮] হাদিসের মান: সহীহ  
ابن عَبَّاسٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيُصِبْ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَبَاتَ، إِلَّا مَاتَ مَيِّتَةً جَاهِلِيَّةً " .

ইবনু ‘আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নাবী (ﷺ) বলেছেন, যে লোক নিজ আমীরের কাছ থেকে অপছন্দনীয় কিছু দেখবে সে যেন তাতে ধৈর্য ধারণ করে। কেননা, যে লোক জামা‘আত থেকে এক বিঘতও বিচ্ছিন্ন হবে তার মৃত্যু হবে অবশ্যই জাহিলী মৃত্যুর মত। [সহীহ বুখারী: ৭০৫৪]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي أَوْ قَالَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ضَلَالَةٍ وَيَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَمَنْ شَدَّ شَدًّا إِلَى النَّارِ " .

“ইবনু উমার (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, আল্লাহ তা‘আলা আমার উম্মাতকে অথবা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মাতকে কখনোও গোমরাহীর উপর সমবেত করবেন না। আর জামা‘আতের উপর আল্লাহ তা‘আলার হাত (সাহায্য) প্রসারিত। যে লোক (মুসলিম সমাজ হতে) আলাদা হয়ে গেছে, সে বিচ্ছিন্নভাবেই জাহান্নামে যাবে।” [সুনান আত তিরমিজী: ২১৬৭] হাদিসের মান: সহীহ/যঈফ [মিশ্রিত] (হাদীসে বর্ণিত “মান শায়যা শায়যা ফিননার” অংশটুকু ব্যতীত হাদীসটি সহীহ।)

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ وَلَا تَقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ " .

“আবু দারদা (রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, কোন জনপদে বা বনজঙ্গলে তিনজন লোক একত্রে বসবাস করা সত্ত্বেও তারা জামা‘আতে সলাত আদায়ের ব্যবস্থা না করলে তাদের উপর শয়তান আধিপত্য বিস্তার করে। অতএব তোমরা জামা‘আতকে আঁকড়ে ধর। কারণ নেকড়ে (বাঘ) দলচ্যুত বকরীটিকেই খেয়ে থাকে।” [সুনান আবু দাউদ: ৫৪৭] হাদিসের মান: হাসান।

## মাসায়েল রেফারেন্স: ২০২৩

১. মলমুত্র ত্যাগের বিধান: ফিকহুস সুন্নাহ (১ম খন্ড) পৃষ্ঠা: ৪৪-৪৭।
২. জামায়াতে নামাযের গুরুত্ব ও মহিলাদের জামায়াতের বিধান: ফিকহুস সুন্নাহ (১ম খন্ড) পৃষ্ঠা: ১৯৯-২০০।
৩. মৃত্যুপথযাত্রীদের প্রতি করণীয়: ফিকহুস সুন্নাহ (১ম খন্ড) পৃষ্ঠা: ৪০৯-৪১২।
৪. মৃত ব্যক্তির প্রতি উপকারী আমলসমূহ: ফিকহুস সুন্নাহ (১ম খন্ড) পৃষ্ঠা: ৪৬৫-৪৬৬।
৫. হজ্জের মর্যাদা, ফরযিয়াত ও হজ্জ ফরয হওয়ার শর্তাবলী: ফিকহুস সুন্নাহ (১ম খন্ড) পৃষ্ঠা: ৫১৭-৫২৮।
৬. বিয়ের জন্য প্রস্তাবিত পাত্র-পাত্রীর সাক্ষাতের বিধান: ফিকহুস সুন্নাহ (২য় খন্ড) পৃষ্ঠা: ৩৭-৪০।
৭. মান্নতের বিধান: ফিকহুস সুন্নাহ (৩য় খন্ড) পৃষ্ঠা: ১১২-১১৫।
৮. কর্জ বা ঋণ: ফিকহুস সুন্নাহ (৩য় খন্ড) পৃষ্ঠা: ১৫২-১৫৪।
৯. জবাই: ফিকহুস সুন্নাহ (৩য় খন্ড) পৃষ্ঠা: ২০৫-২০৮।
১০. আকিকা: ফিকহুস সুন্নাহ (৩য় খন্ড) পৃষ্ঠা: ২১৫-২১৭।

১১. পোশাক সম্পর্কে শরিয়তের বিধান: ফিকহুস সুন্নাহ (৩য় খন্ড) পৃষ্ঠা: ২৬৯-২৭২।
১২. ইতিক্রাফ: ফিকহুস সুন্নাহ ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা: ৩৮৮-৩৯৬
১৩. ওয়ু: অযুর ফরয, সুন্নাহ ও অযু ভঙ্গের কারণসমূহ, ফিকহুস সুন্নাহ (১ম খন্ড), পৃষ্ঠা: ৫২-৬০।
১৪. গোসল: যেসব কারণে গোসল ওয়াজিব হয়, গোসলের আরকান ও সুন্নতসমূহ, ফিকহুস সুন্নাহ (১ম খন্ড), পৃষ্ঠা: ৬৯-৭৭
১৫. জিলহজ্জ মাসের প্রথম ১০ দিনের করণীয়।
১৬. নামাজের আহকাম ও আরকান।
১৭. ভরণ পোষণ: ফিকহুস সুন্নাহ ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা: ২৯৩-২৯৪।
১৮. মোজার উপর মাসেহ করা, ফিকহুস সুন্নাহ (১ম খন্ড) পৃষ্ঠা: ৬৬-৬৯।
১৯. নাপাকির প্রকারভেদ (১৩ প্রকার নাপাক জিনিসের বর্ণনা): ফিকহুস সুন্নাহ (১ম খন্ড) পৃষ্ঠা: ৩৬-৪১।
২০. যাকাত: ফিকহুস সুন্নাহ (১ম খন্ড, পরিচ্ছেদ ৩-১১) পৃষ্ঠা: ২৮৪-২৯০।
২১. কনে নির্বাচন ও বর নির্বাচন: ফিকহুস সুন্নাহ (২য় খন্ড) পৃষ্ঠা: ৩২-৩৪।
২২. সুদ: ফিকহুস সুন্নাহ (৩য় খন্ড) পৃষ্ঠা: ১৪৭-১৫১।

## মাসায়েল বই লিংক

- ফিকহুস সুন্নাহ (১ম খন্ড):  
<https://www.pathagar.com/book/detail/1712>
- ফিকহুস সুন্নাহ (২য় খন্ড):  
<http://www.pathagar.com/book/detail/1713>
- ফিকহুস সুন্নাহ (৩য় খন্ড):  
<http://www.pathagar.com/book/detail/1714>

## সামষ্টিক পাঠ রেফারেন্স: ২০২৩

১. চরিত্র গঠনের মৌলিক উপাদান, নঈম সিদ্দিকী, ভূমিকা ও প্রথম অধ্যায়।  
বইর লিংক: <https://www.pathagar.org/book/detail/28>
২. চরিত্র গঠনের মৌলিক উপাদান, নঈম সিদ্দিকী, দ্বিতীয় অধ্যায়।
৩. চরিত্র গঠনের মৌলিক উপাদান, নঈম সিদ্দিকী, তৃতীয় অধ্যায়।
৪. ইসলামী সংগঠন, এ.কে.এম.নাজির আহমদ, অধ্যায় ১-৩ (পৃষ্ঠা ৫-১২)।  
বইর লিংক: <https://www.pathagar.org/book/detail/29>
৫. ইসলামী সংগঠন, এ.কে.এম.নাজির আহমদ, অধ্যায় ১৭-১৮(পৃষ্ঠা ৬৭-৭৭)
৬. ইসলামী সংগঠনে আনুগত্য পরামর্শ ও ইহতিসাব, মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন, (পৃষ্ঠা ১৬-২৭)।  
বইর লিংক: <https://www.pathagar.org/book/detail/363>
৭. ইসলামী সংগঠনে আনুগত্য পরামর্শ ও ইহতিসাব, মাওলানা দেলোয়ার হোসাইন, (পৃষ্ঠা ৮৫-১০৩)।
৮. আদর্শ কীভাবে প্রচার করতে হবে, আবু সলিম মুহাম্মদ আব্দুল হাই।  
বইর লিংক: <https://www.pathagar.org/index.php?/book/detail/285/1>
৯. মানবতার বন্ধু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, নঈম সিদ্দিকী, পৃষ্ঠা ৮০-৮৭। (রাসূলুল্লাহ সা. এর কথাবার্তা ও বক্তৃতা)।

বইর লিংক: <https://www.pathagar.org/book/detail/622>

১০. ইসলাম আপনার কাছে কি চায়, সাইয়েদ হামেদ আলী, দ্বিতীয় অধ্যায় (আল্লাহর সাথে সম্পর্ক)।

বইর লিংক: <https://www.pathagar.org/index.php?/book/detail/1657>

১১. কবরের সওয়াল জওয়াব, খন্দকার আবুল খায়ের।

১২. কালেমা তাইয়েবা, মুহাম্মদ আব্দুর রাহীম।

১৩. আখেরাতের জীবনচিত্র, আল্লামা দেলোয়ার হোসেন সাঈদী।

বইর লিংক: <https://www.pathagar.org/book/detail/3650>

১৪. সাহাবা জীবনী: হযরত আবু হুরায়রা (রা:), আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা, সালমান আল ফারেসী রা. (আসহাবে রাসূলের জীবনকথা, মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ প্রথম খণ্ড) বইর লিংক: <https://www.pathagar.com/book/detail/287>

১৫. সাহাবা জীবনী: হযরত উম্মু সালামাহ (রা:), ফাতিমা বিনতে রাসূলিল্লাহ (স.), সাওদা বিনতে যামআ রা. (আসহাবে রাসূলের জীবনকথা, মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ পঞ্চম খণ্ড) বইর লিংক: <https://www.pathagar.com/book/detail/291>

১৬. ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের পারস্পরিক সম্পর্ক, লেখক: খুররম জাহ মুরাদ, প্রথম অধ্যায়।

বইর লিংক: <https://www.pathagar.org/book/detail/1004>

১৭. দাওয়াতে দ্বীন ও তার কর্মপন্থা, লেখক: মওলানা আমীন আহসান এসলাহী, পৃষ্ঠা: ১৭-৪০। বইর লিংক

বইর লিংক: <https://www.pathagar.com/book/detail/578>

১৮. ইবাদাতের মর্মকথা, লেখক: শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া, পৃষ্ঠা: ১৩-৩৩।

বইর লিংক: <https://www.pathagar.org/book/detail/1004>

১৯. চাই সুন্দর চরিত্র। মুনা ফ্লাইয়ার। লিংক <https://muslimummah.org/dawah-materials/page/3/>

২০. মনটাকে কাজ দিন, লেখক: অধ্যাপক গোলাম আযম। লিংক <https://www.pathagar.org/book/detail/33>

২১. মুনা কি, কেন, কিভাবে...? মুনা ফ্লাইয়ার। লিংক <https://muslimummah.org/dawah-materials/page/3/>

## দু'আ রেফারেন্স: ২০২৩

### ১. মহামারী থেকে বাঁচার দু'আ:

"اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُونِ وَالْجُدَامِ وَمِنْ سَيِّئِ الْأَسْقَامِ"

“হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই শ্বেত, উন্মাদনা, কুষ্ঠ এবং সমস্ত দুরারোগ্য ব্যাধি হতে।” [আবু দাউদ:১৫৫৪]

### ২. সাইয়্যিদুল ইস্তিগফার:

"اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ، وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذُنُوبِي، فَاعْفُرْ لِي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ"

“হে আল্লাহ তুমিই আমার প্রতিপালক। তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তুমিই আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি তোমারই গোলাম। আমি যথাসাধ্য তোমার সঙ্গে প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গীকারের উপর আছি। আমি আমার সব কৃতকর্মের কুফল থেকে তোমার কাছে পানাহ চাচ্ছি। তুমি আমার প্রতি তোমার যে নিয়ামত দিয়েছ তা স্বীকার করছি। আর আমার কৃত গুনাহের কথাও স্বীকার করছি। তুমি আমাকে মাফ করে দাও। কারণ তুমি ছাড়া কেউ গুনাহ ক্ষমা করতে পারবে না। যে ব্যক্তি দিনের (সকাল) বেলায় দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এ ইস্তিগফার পড়বে আর সন্ধ্যা হওয়ার আগেই সে মারা যাবে, সে জান্নাতী হবে। আর যে ব্যক্তি রাতের (প্রথম) বেলায় দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এ দু'আ পড়বে আর সে ভোর হওয়ার আগেই মারা যাবে সে জান্নাতী হবে।” [সহীহ বুখারী:৬৩০৬]

### ৩. মধ্যরাতে (তাহাজ্জুদ) সালাতের জন্য উঠে যে দু'আ পড়তে হয়:

আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মধ্যরাতে সালাতের জ উঠে দাঁড়াতেন তখন বলতেন:

"اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قِيَمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَمَنْ فِيهِنَّ أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ الْحَقُّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أُنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاعْفُرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ إِلَهِي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ."

"হে আল্লাহ! তোমারই সব তারীফ, তুমিই আকাশমন্ডলী এবং পৃথিবীর নূর, সব তারীফ তোমারই, তুমিই আকাশমন্ডলীর ও পৃথিবীর নিয়ন্ত্রা, সব তারীফ তোমারই, তুমিই আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর এবং এতে যা কিছু আছে সবারই রব। তুমিই তো সত্য, তোমার ওয়াদা তো সত্য, তোমার সাক্ষাত সত্য, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, কিয়ামত সত্য। হে আল্লাহ! তোমারই জন্য আত্মসমর্পিত আমি, তোমার উপরই ঈমান রাখি। তোমার উপরই করি ভরসা তোমার দিকে মনোযোগী হই। তোমার বিষয়ে বিবাদ করি, তোমাকেই হাকিম মানি। ক্ষমা করে দাও যা আগে করেছি যা পরে করেছি যা গোপনে করেছি আর যা প্রকাশ্যে করেছি। তুমিই তো আমার মা'বুদ। কোন ইলাহ নেই তুমি ছাড়া।" [সূনান তিরমিজী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন): ৩৪১৮]

### ৪. দ্বীন, দুনিয়া, হায়াত-মাউতের কল্যানের দু'আ:

"اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةٌ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ."

"হে আল্লাহ! আপনি আমার দ্বীন ইসলাম (পরিশুদ্ধ) করে দিন, যে দ্বীনে আমার রক্ষাকবচ। আপনি সংশোধন করে দিন আমার দুনিয়াকে, যেথায় আমার জীবিকা (রয়েছে), আপনি ইসলাম (কল্যানকর) করে দিন আমার আখিরাতকে, যেখানে আমাকে প্রত্যাবর্তন (করতে হবে)। আপনি আমার জীবনকে দীর্ঘায়িত করে দিন প্রত্যেকটি কল্যাণময় কাজের জন্য এবং আপনি আমার মৃত্যু কে আরামদায়ক বানিয়ে দিন সব মন্দ থেকে।" [সহীহ মুসলিম (ইসলামিক ফাউন্ডেশন): ৬৬৫৫]

### ৫. চার বস্তু হতে আশ্রয় প্রার্থনা:

"اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ وَدُعَاءٍ لَا يُسْمَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ وَمِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعِ."

"হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে পানাহ চাই এমন হৃদয় থেকে যা বিনীত নয়, এমন দু'আ থেকে যা কবুল হয় না, এমন প্রাণ থেকে যা পরিতৃপ্ত হয় না এমন ইলিম থেকে যা উপকার করে না। আমি তোমাদের কাছে এই চারটি থেকে পানাহ চাই।" [সূনান তিরমিজী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন): ৩৪৮২]

### ৬. হালাল উপার্জন ও ঋণ থেকে মুক্ত হওয়ার দু'আ:

"اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ."

"হে আল্লাহ! হারাম থেকে মুক্ত রেখে তোমার প্রদত্ত হালাল বস্তুই আমার জন্য যথেষ্ট করে দাও। তোমার অনুগ্রহে তুমি ছাড়া অন্যসব কিছু থেকে আমাকে অমুখাপেক্ষী বানিয়ে দাও।" [সূনান তিরমিজী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন): ৩৫৬৩]

৭. রিজিক বৃদ্ধি ও অভাব দূর হওয়ার দু'আ:

﴿اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عَيْدًا لِأَوْلَانَا وَأَخْرِنَا وَأَيَّةً مِنْكَ ۖ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾

“হে আল্লাহ! আমাদের প্রতিপালক আমাদের নিকট আসমান থেকে খাদ্য ভর্তি খাঞ্চা প্রেরণ কর যা আমাদের প্রথম থেকে শেষ সকল ব্যক্তির জন্য আনন্দের ব্যাপার হবে আর হবে তোমার থেকে একটা নিদর্শন। আর আমাদেরকে জীবিকা দান কর; তুমিই সর্বোত্তম রিয়কদাতা।” [সূরা আল মায়েরা:১১৪]

৮. বলা-মুসিবত ও দুশমনি থেকে মুক্ত হওয়ার দু'আ:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ.

“হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার নিকট কঠিন দূরবস্থা, দুর্ভাগ্যের নাগাল, মন্দ ভাগ্য এবং দুশমন-হাসি থেকে রক্ষা কামনা করছি।” [সহীহ বুখারী: ৬৩৪৭]

৯. সৃষ্টির ক্ষতি থেকে হিফাজতের দু'আ:

উসমান ইবনু আফফান (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: প্রতিদিন ভোরে ও প্রতি রাতের সন্ধ্যায় যে কোন বান্দা এ দু'আটি তিনবার করে পাঠ করবে কোন কিছুই তার অনিষ্ট করতে পারবে না:

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّبِيحُ الْعَلِيمُ

“আল্লাহর নাম নিচ্ছি। যমিন ও আসমানের কোন কিছুই যাঁর নামের বরকতের ক্ষতি সাধন করতে পারে না। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।” [সূনান তিরমিজী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন): ৩৩৮৮]

১০. জান্নাতে খেজুর গাছ রোপণ করার দু'আ:

জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি 'সুবহানাল্লিহিল আযীম ওয়া বিহামদিহী' পাঠ করবে তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর চারা রোপণ করা হবে।

"سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ"

“আমি মহান আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা সহকারে পবিত্রতা ঘোষণা করছি” [সূনান তিরমিজী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন): ৩৪৬৫]

১১. মজলিস থেকে উঠে আসার সময় দু'আ:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

“হে আল্লাহ! তুমি পবিত্র এবং সমস্ত প্রশংসা তোমার জন্য। আমি সাক্ষ্য দেই যে, তুমি ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নেই, তোমার কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করি।” [সূনান তিরমিজী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন): ৩৪৩৩]

১২. দারিদ্রের সংকট, গুনাহ মাফ ও অন্তর পরিচ্ছন্ন করার দু'আ:

"اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغَيْ، وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ، اللَّهُمَّ

إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ،

اللَّهُمَّ اغْسِلْ قَلْبِي بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا، كَمَا نَقَيْتَ الثُّوبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَبَاعِدْ بَيْنِي

وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْمَأْتَمِ وَالْمَغْرَمِ."

“হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আপনার কাছে জাহান্নামের সংকট, জাহান্নামের শাস্তি, কবরের সংকট, কবরের শাস্তি, প্রাচুর্যের ফিতনা ও অভাবের ফিতনা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট মাসীহ দাজ্জালের ফিতনার ক্ষতি থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।

হে আল্লাহ! আমার অন্তরকে বরফ ও শীতল পানি দিয়ে ধৌত করুন। আর আমার অন্তর গুনাহ থেকে এমনভাবে পরিষ্কার করে দিন, যেভাবে আপনি শুভ্র বস্ত্রের ময়লা পরিষ্কার করে থাকেন এবং আমাকে আমার গুনাহ থেকে এতটা দূরে সরিয়ে রাখুন, পৃথিবীর পূর্ব প্রান্তকে পশ্চিম প্রান্ত থেকে যত দূরে রেখেছেন। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি অলসতা, গুনাহ এবং ঋণ হতে”। [সহীহ বুখারী: ৬৩৭৭]

### ১৩. কৃত আমল ও না করা আমলের অনিষ্ট হতে আশ্রয় চাওয়া:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَشَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ

“হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই সে সব আমলের অনিষ্ট থেকে, যা আমি করেছি এবং যা আমি করিনি (তার অনিষ্ট থেকেও)। [সহীহ মুসলিম (ইসলামিক ফাউন্ডেশন): ৬৬৫০]

### ১৪. সালাত শুরু করে বিশেষ দু’আ :

اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ. أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ. ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذُنُوبِي فَاعْفُرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا. إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ. وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا إِنَّهُ لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ أَمَنْتُ بِكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ "

“হে আল্লাহ! তুমিই তো আধিপতি, নেই ইলাহ তুমি ছাড়া। তুমিই তো আমার প্রভু, আমি তো তোমার দাস। আমি যুলুম করেছি আমার উপর। আমি স্বীকার করছি আমার অপরাধ। মাফ করে দাও আমাকে। আমার পাপরাশি সবই। গুনাহ তো মাফ করতে পারে না কেউ তুমি ছাড়া। হেদায়াত দাও আমাকে সর্বোত্তম চরিত্রের। সুন্দরতম আখলাকের পথ-নির্দেশনা করতে পারে না তো কেউ তুমি ছাড়া। আমার থেকে তুমি ফিরিয়ে রাখ মন্দ চরিত্রসমূহ। মন্দ চরিত্র থেকে ফিরাতে পারে না তো কেউ তুমি ছাড়া। ঈমান এনেছি তোমার উপর। বরকতময় তুমি, সমূচ তুমি, তোমার কাছেই ক্ষমা ভিক্ষা করি আর তোমার দিকেই ফিরে আসি।” [সূনান তিরমিজী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন): ৩৪২১]

### ১৫. রুকু বিশেষ দু’আ:

"اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ أَمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ خَشَعْتُ لَكَ سَعِي وَبَصَرِي وَمُخِي وَعِظَامِي وَعَصَبِي "

“হে আল্লাহ! তোমার জন্যই আমি রুকু করছি। তোমারই উপর এনেছি ঈমান, তোমারই জন্য আমি সমর্পিত, বিনয়ানবত তোমার জন্য আমার কান, আমার চোখ, আমার মগজ, আমার হাড়, আমার শিরা-উপশিরা সবই।” [সূনান তিরমিজী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন): ৩৪২১]

### ১৬. রুকু থেকে মাথা তুলে বিশেষ দু’আ:

"اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِينَ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ "

“হে আল্লাহ, আমার প্রভু! আকাশমণ্ডলী ও সম্পূর্ণ জগৎসমূহ এবং উভয়ের মাঝে যা কিছু আছে, সমস্ত কিছু পরিপূর্ণ পরিমাণ তোমার প্রশংসা এবং তুমি যা আকাঙ্ক্ষা কর সেটাও পরিপূর্ণ পরিমাণ তোমার প্রশংসা”। [সূনান তিরমিজী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন): ৩৪২১]

### ১৭. সিজদার বিশেষ দু’আ:

اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ أَمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِي لِلذِّبِّي خَلَقَهُ فَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سِنَعَهُ وَبَصَّرَهُ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ "

“হে আল্লাহ! আমি তোমার জন্যই সাজদা করলাম, তোমার উপর ঈমান আনলাম, তোমার জন্যই ইসলাম কবুল করলাম। আমার মুখমণ্ডল তার জন্য সাজদাহ করল। যিনি আমার চেহারা সৃষ্টি করেছেন, তারপর তাকে সুন্দর মুখমণ্ডল দান করেছেন এবং তা ভেদ করে কান ও চোখ ফুটিয়েছেন। সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ তা’আলা কত মহান”। [সূনান তিরমিজী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন): ৩৪২১]

### ১৮. তাশাহুদ ও সালামের মাঝখানের বিশেষ দু'আ:

"اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أُنْتُ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ"

“হে আল্লাহ! আমি পূর্বে ও পরে, লুকায়িত ও প্রকাশ্য এবং আমার প্রসঙ্গে তোমার জানা মতে যা কিছু আমি করেছি, তুমি তা ক্ষমা করে দাও। তুমিই শুরু এবং তুমিই শেষ। তুমি ব্যতীত আর কোন মা'বুদ নেই। [সূনান তিরমিযী (ইসলামিক ফাউন্ডেশন): ৩৪২২]

### ১৯. নেক সন্তান লাভের দু'আ:

﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾

“হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তোমার পক্ষ হতে একটি সুসন্তান দান কর। নিশ্চয় তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী।” [সূরা (৩) আল-ইমরান: ৩৮]

﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾

হে আমার প্রতিপালক! আমাকে সৎকর্মশীল সন্তান দান করুন। [সূরা (৩৭) আস সাফফাত: ১০০]

### ২০. রোগীর জন্য দু'আ:

"لَا بَأْسَ ظَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ"

“কোন দুশ্চিন্তার কারণ নেই, ইশাআল্লাহ গোনাহ হতে তুমি পবিত্র হয়ে যাবে।” [সহীহ বুখারী: ৩৬১৬]

"اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَأْسَ، اشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءٌ لَا يُعَادِرُ سَقَمًا"

“হে আল্লাহ! মানুষের প্রতিপালক, কষ্ট দূর কর এবং আরোগ্য দান কর, তুমিই আরোগ্য দানকারী, তোমার আরোগ্য ছাড়া অন্য কোন আরোগ্য নেই। এমন আরোগ্য দাও, যা কোন রোগ অবশিষ্ট থাকে না।” [সহীহ বুখারী: ৫৭৪৩]

### ২১. দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত থাকার দু'আ:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ، وَغَلْبَةِ الرِّجَالِ

“হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই- দুশ্চিন্তা, পেরেশানী, অক্ষমতা, অলসতা, কাপুরুষতা, কৃপণতা, ঋণভার ও মানুষের প্রভাবাধীন হওয়া থেকে।” [সহীহ বুখারী: ৬৩৬৯]

"اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ"

“হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট দুনিয়া ও আখিরাতের শান্তি ও নিরাপত্তা চাই।” [আবু দাউদ: ৫০৭৪]

### ২২. হালাল উপার্জনের দু'আ:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا

“হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে উপকারী জ্ঞান, পবিত্র রিযিক ও এবং কবুল হওয়ার যোগ্য কর্মতৎপরতা প্রার্থনা করি।” [সুনানে ইবনে মাজাহ: ২/৯২৫]

রেফারেন্স সমাপ্ত